১৪ ফাল্গুন দিবসে 'রসরাজ' পরিবর্ত্তে 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' নামক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এইক্ষণে হিন্দু হইলেন না হইয়াই বা কি করেন...। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা গ্রহণ করিলাম।

'সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন।—ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ করুন, উপস্থিত কাল কালরূপে উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম্ম গ্রাসে কাল বেশ ধারণ করিয়াছে, কালভয়ে হিন্দু জাতির ধর্ম্মদেহে শিরঃ কম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় ধর্ম্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার স্বস্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম দুর্ব্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শান্ত স্বভাব হিন্দুগণ রাজাজ্ঞা পরিহেলন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্ম্মের দুর্ব্বলতায় কেবল মনোব্যথায় কাল বিলয় করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানি সমাচার পত্র দেখিতে পাই না হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষে একটী কথা কহিয়া উপকার করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মান্যবর হিন্দু মহাশয়দিগের উপদেশ ক্রমে আমরা 'হিন্দু রত্ন কমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্ব্ব সাধারণ ধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞানে রক্ষা করুন, ইহার মূল্য অধিক নয়, মাসে অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র, সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু মহাশয়েরা সানুকূল হইয়া ক্রমোন্নতি দেখাইলে এক বৎসর মধ্যেই আমরা সপ্তাহে বারদ্বয় প্রকাশ করিব, আপাততঃ প্রতি মঙ্গলবারে এই আকারে প্রচার করিয়া হিন্দু মহাশয়গণের স্বজাতীয় ধর্ম্ম বিষয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার পরীক্ষা করিব ইতি। হিন্দু রত্নকমলাকর সম্পাদকানাং।'

'হিন্দুরত্নকমলাকর' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

ধর্ম্মরত্নমনুযত্নশালিভিঃ সৌরভে চ বিততে ধৃতাদরৈঃ।
হিন্দুরত্নকমলাকরঃ পরং সজ্জনৈঃ সততমেষ সেব্যতাম্॥

'হিন্দুরত্নকমলাকর' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৫৮-৫৯ সনের ১৯ সংখ্যা (নং ২-৫, ৮-১২, ১৪-১৬, ১৮-২২, ৪৯, ৫৩)। ইহার "৩ সংখ্যা ৩ বালাম"-এর তারিখ "ইংরেজী ১৮৫৮। ২৭ এপ্রেল বাং ১২৬৫ সাল ১৫ বৈশাখ মঙ্গলবার"। ১৩৩৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত এই সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানমিহিরোদয়

১৮৫৭ সনের এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৬৪) মাসে 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' নামে একখানি মাসিক পত্র শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। "এই পত্র শ্রীরামপুর 'তমোহর' যন্ত্রে শ্রীযুত

জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া উক্ত নগর নিবাসি শ্রীযুত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়-দ্বারা প্রকাশ হইল।" এই মাসিক পত্রের সম্পাদক—শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি, 'কলিকৌতুক নাটক'-রচয়িতা হিসাবেও অনেকের নিকট পরিচিত। 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' পত্রের প্রতি সংখ্যা আট পৃষ্ঠা পরিমিত ছিল; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

যে মহাশয়েরা এই পত্র গ্রহণাভিলাষী হইবেন তাঁহারা সহর শ্রীরামপুরে শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধুরীণ মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইহার মাসিক মূল্য (৵) দুই আনা ও বার্ষিক অগ্রিম মূল্য (১৲) এক টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি। সম্পাদক।

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' পত্রের কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

পুষ্ণন্নেষ প্রতিক্ষণং খলু হরিশ্চন্দ্রং নিজৈরশ্মিভির্ভিন্দন্
সান্দ্রতমাংসি হৃষ্কৃতধিয়ামর্থান্ সমুদ্দীপয়ন্।
শ্রীনারায়ণ পূর্ব্বশৈলশিখরাদ্ব্রজন্ কজাংস্তোষয়ন্ সদ্বিজ্ঞান
বিলোচনোহি মিহিরঃ শ্রীমান্নভঃ ক্রামতি॥

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' পত্রে কিরূপ রচনা স্থান পাইত, তাহার আভাস দিবার জন্য ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় (২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪) প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির নাম দিতেছি :—

১। বিজ্ঞানমিহিরোদয়।
২। মনস্তত্ত্ববিদ্যা।
৩। মহাবীর আলেক্‌জান্দর বাদসাহের জীবন চরিত্র।
৪। অধ্যাত্মবিদ্যা।
৫। দরিদ্রের মনোরাজ্য।
৬। নৈষধ চরিত্র কাব্য।
৭। খ্রীষ্টধর্ম্ম মুদ্গর।
৮। মাসিক সন্দেশাবলি।

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' প্রথম মাসিক পত্ররূপে প্রতি মাসের ২রা তারিখে প্রকাশিত হইত। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে ইহা পাক্ষিক আকার ধারণ করে; ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয় "১লা বৈশাখ ১২৬৫ সাল"। এই সংখ্যার গোড়ায় সম্পাদক পত্রিকাখানিকে "পাক্ষিক" করিবার কারণস্বরূপ লিখিয়াছেন :—

বিজ্ঞাপন।— ...আমরা যেরূপ সময় ও শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিয়া দেশোপকারি ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, আমাদিগের গ্রাহক মহোদয়গণও সেইরূপ দেশহিতৈষিতা-গুণ-ভাজন হইয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ বিতরণ আনুকূল্যে তদুদ্যাপনে উৎসাহপরায়ণ হইয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের যেসকল বিষয়ে লেখনী পরিচালনের অভিপ্রায় আছে, তাহা সমুদায় এই ক্ষুদ্রকায় পত্রে সুসিদ্ধ হওয়া সাধ্য হয় না, এজন্য আমরা অসামান্য গুণসম্পন্ন গণ্য মান্য গ্রাহকগণের করুণা-বিতরণে কার্পণ্য প্রকটন সম্ভাবনা না করিয়া প্রতিমাসে বারদ্বয় মিহিরোদয়ের প্রকাশে প্রযত্ন ধারণ করিয়াছি বোধ করি ইহাতে তাঁহাদিগের মাসিক দাতব্য পণ্যের যে দ্বৈগুণ্য হইবে তজ্জন্য তাঁহারা কেহই কাতর হইবেন না। এবং তাহাতে অস্মদাদিকে স্বাভিলাষ অসিদ্ধ জন্য অনুৎসাহ বাণে এতাদৃক্ বিদ্ধ হইতে হইবে না। সময়ে২ প্রতিজ্ঞাত বিষয় সকল ও বিশেষতঃ সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত শাস্ত্রীয় বিবরণ সকল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া দেশের উপকারার্থ এতৎপত্রে প্রকটিত হইবে।

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' পত্রের রচনার নিদর্শন :—

লজ্জায় আর বাঁচি না।—হে কাল, এমন বিশাল কালরূপ ধারণ করিলে কেন? সত্যকালের তোমার সুন্দর বেশ বিন্যাস কোথায় গেল ?...দেখ তোমার গুণপ্রভাবে সকলি দ্বিগুণ বিগুণ হইয়া উঠিতেছে, পুরুষগণ স্ত্রৈণদোষপ্রযুক্ত দিবা শর্ব্বরী নারীপ্রিয় হইতেছে, এবং পুরুষ নারী, নারী পুরুষ হইতেছে, সত্য ও ধর্ম্মপন্থায় কেহই চরণ চালন করে না, দুষ্ক্রিয়া প্রবাহেই সকলে ভাসমান হইতেছে, বিশেষতঃ যৌবন মদোন্মত্ত যুবাগণ তোমাকে পাইয়া প্রমোদে নৃত্য করিতেছে, তাহাদিগের কদাচরণ সংশোধন না হইয়া প্রতিক্ষণ তাহারা পরহিংসা, পরপীড়ন, পরস্ত্রীগমন ও মাদকাদি পানপ্রভৃতি নানা কুকার্য্য-পন্থার অবিশ্রান্ত পান্থ হইতেছে। প্রিয়পাত্রের প্রতি প্রীতি এবং পিতামাতা গুরুজনের প্রতি ভক্তিবিহীন হইয়া প্রতিদিন চার্ব্বঙ্গী চারু নয়না বারাঙ্গনাদের ভবনে হাস্যবদনে নানা অনঙ্গ প্রসঙ্গের রঙ্গরসে লীলাপূর্ব্বক জীবনসাঙ্গ করিতেছে। আবার দেখ দেখি, পূর্ব্বে যে সমস্ত কুলকামিনীগণ কুললজ্জাভয়ে ভবনের বহির্ভাগে চরণ চালন করিতে শঙ্কাকুলা হইয়া গাঢ়বসন পরিধান করিয়া অন্তঃপুর-মধ্যে দিনযামিনী যাপন করিত, এক্ষণ লজ্জাকে সুসজ্জা করাইয়া ভানুসুত ভবন প্রেরণপূর্ব্বক কুলকলঙ্ক ভয়ে নিঃশঙ্ক হইয়া হাটে ঘাটে মাঠে সেই চারুলোচনা ললনারা বিষম ছলনার পাশ বিস্তীর্ণ করিতেছে ; অর্জ্জুনের বাণাপেক্ষা খরশাণ কটাক্ষবাণ হানিয়া অন্তর মীনকে চৈতন্যহীন করিতেছে, প্রিয়পতির প্রতি প্রীতিশূন্যা এবং রুক্ষভাবা হইয়া তাঁহার দুঃখপক্ষে সুক্ষ্ম বিবেচনা না করিয়া বিলাতীয় সুক্ষ্ম বসন পরিধানে উলঙ্গপ্রায় হইয়া অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনে রঙ্গপ্রিয় মনোমাতঙ্গকে অনঙ্গরসে অবশাঙ্গ করিতেছে। একে দেশীয় অবলা বালাগণ স্বভাবতঃ জ্ঞানবলে দুর্ব্বলা তাহাতে কুটিলা কালপ্রভাবে মদোন্মত্ত বারণের ন্যায় তাহাদিগের মনোবৃত্তি সকল এরূপ প্রবলা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে তাহাদিগের হইতে কুলে কলঙ্ক কর্দ্দম অনায়াসেই সংলগ্ন হইবার সম্ভব হয়। অতএব দেশীয় ভর্ত্তাগণ এরূপ কুপথগামিনী যৌবন মদোন্মাদিনী কামিনীগণকে স্বস্ব শাসনের ইয়ত্তার মধ্যে রক্ষা করুন, সজ্‌জ্ঞান সুনীতির জ্যোতিঃপ্রদানে তাহাদিগের হৃদয়পঙ্কজ বিকসিত করুন, যাহাতে তাহাদিগের কুপ্রবৃত্তি সকল নিবৃত্তি হয় তাহার সদুপায় করুন, নতুবা ঐ কুলনাশা যোষাদিগকে গৃহে পোষা দুরূহ হইবেক।

হায় কাল! এমন শুভক্ষণেও তুমি অবনীতে পদার্পণ করিয়াছিলে? দেখ, তোমার মোহনভাবে মোহিত হইয়া অবোধপশুবৎ শিশু সকল বিধর্ম্মাবলম্বন করিয়া কুলে২ কলঙ্কার্পণ এবং প্রবল বিষাদানল প্রজ্জলিত করিতেছে, তোমার গুণপ্রভাবে তাহাদিগের বিলাতীয় মেজাজ হইয়া উঠিতেছে, তাহারা সদাই কহিয়া থাকে, দেশের ডাল্‌ভাত্ পেটে হুট্‌মুট্ করে, অতএব তাহাতে ছুট্‌ছুট্ বলিয়া বগলে বটল্ লইয়া হোটেলের টোলে২ গিয়া বীফ্‌কুক্কুট্, সেরী বিষ্‌কুট উদর পূরিয়া ভোজন পানাদি করিতেছে। ড্যাম ধুতী চাদর পরিতে সেম সেম ভাবিয়া ইংরাজী ইজার চাপ্‌কান ও পেণ্টেলুন পরিধান করিয়া কহিয়া থাকে ডার্টি (ময়লা) মালা পইতা পরিয়া কি হইবে? চেইন না হইলে কি বাহার হয়? কাহারও অঙ্গে তৈল দর্শন করিলে ব্যঙ্গ করিয়া আপনারা সর্ব্বাঙ্গে শাবান ঘর্ষণ করিয়া থাকেন। এইরূপ দেশের তাবদ্বস্তুর প্রতি তাহাদিগের দ্বেষ জন্মিয়া উঠে, এদেশের উল্‌কী এবং মিসিপরা যোষাদিগকে ব্ল্যাক ডার্টি জ্ঞানে বিলাতীয়

মিস্ দেখিলেই দিশে লাগে, কিসে তাহাদিগের সহিত মিস্‌তে পারে তজ্জন্য তাহারা প্রাণপর্য্যন্ত সমর্পণ করে, দেখ কাল, এসব তোমার প্রভাবেই হইতেছে। অন্যের কথা কি কহিব, বালকবৃন্দের প্রসব-ফুল ত্যাগ হইতে না হইতেই মাদক দ্রব্যাদির প্রতি তাহাদিগের যেরূপ আসক্তি দৃষ্ট হয় তাহা বর্ণনা করিতে কোন বর্ণের বর্ণ পাওয়া যায় না, দুই চারিটা বটল অনর্গল গলদেশে ঢালিয়া দিলেও তাহাদিগের ক্ষোভ নিবারণ হয় না, গাঞ্জা চরস চণ্ডু তাহাদিগের পকেটে২ সদাই থাকে; আবার বার বামা বিলাস বাসনা তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্রে বেগ ভরে প্ররূঢ় দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত দর্শন করিয়াই বলিতে হয়, 'লজ্জায় আর বাঁচি না'...। (২ শ্রাবণ ১২৬৪)

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' পত্রের ফাইল।—

রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—১ম বর্ষ (১২৬৪ সাল) ২য়-১২শ সংখ্যা। (মাসিক)
২য় বর্ষ, ১ বৈশাখ—১৫ চৈত্র ১২৬৫। (পাক্ষিক)

সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা

'সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা' একখানি মাসিক পত্রিকা। ১৮৫৭ সনের এপ্রিল (বৈশাখ ১৭৭৯ শক) মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালক ছিলেন কানাইলাল পাইন। *

'সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১ম খণ্ড, ৪-১১ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৭৭৯ শক—ফাল্গুন ১৭৭৯ শক)

লোক লোচন চন্দ্রিকা

১২৬৪ সালের আষাঢ় মাস হইতে 'লোক লোচন চন্দ্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ১২৬৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বিজ্ঞান-মিহিরোদয়' পত্রে প্রকাশ :—

লোক লোচন চন্দ্রিকা।—কি আনন্দের বিষয়! দিন২ সময় অতি সুন্দর হইতেছে! নির্ম্মল বিদ্যারশ্মি নিবিড় অজ্ঞান-তমস্বিনী ভস্মরাশি করিতেছে, ভণ্ডামির কাল গেল, গণ্ড ভণ্ডেরা এক্ষণ গণ্ডমুণ্ডে করাঘাত করিয়া সাবধান হউন, ক্রমে নির্ম্মল সাধুকাল সমাগত হইতেছে, সাধুলোকেরা সুকোমল সাধুভাষা-পরিপূরিত পত্রিকাদি প্রকটনে দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তদ্দ্বারা দেশীয় লোকের মনের মহান্ধকার স্বরূপ কুৎসিত কুসংস্কার-কুজ্ঝটিকা ক্রমে নিষ্কাশিত হইতেছে। অধুনা মহানগরী কলিকাতাতে সময়ে২ নব২ পত্রিকাদি প্রকটিত হইয়া

* Long's *Returns relating to Publications in the Bengali Language, in 1857*, p. 44.

দেশের বিদ্যোন্নতি-পক্ষে মহোপকার বিস্তার করিতেছে, আমাদিগের তরুণ মিহিরোদয়ের সহজাত নবীন "সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা" পাঠে আমরা যে প্রকার আনন্দ-লাভ করিয়াছিলাম, বিগত আষাঢ় মাসে প্রকাশিত নবীন "লোক-লোচন-চন্দ্রিকা' নামক মাসিক পত্রিকা দর্শনে সেইপ্রকারে নয়ন মনঃ বিনোদে প্রফুল্ল হইল, তাহাতে যে সমস্ত হিতকর বিষয় প্রকটিত হইয়াছে তত্তাবৎ সুকোমল সুধাপ্রায় সাধু ভাষায় অতি সুন্দররূপে বিন্যস্ত হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় জননী ভাষার সুপুত্র শ্রেণীস্থ হইলেন,...এই পত্রিকা কলিকাতার আহিরীটোলা নিবাসি শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহার মাসিক মূল্য (৴০)।

সংযোজন

এই গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠায় 'জ্ঞানসঞ্চারিণী' পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহার প্রকাশকাল "ভাদ্র, ১২৫৪" বলিয়াছেন। তিনি বোধ হয়, ইহাকে "মাসিক পত্র" মনে করিয়া থাকিবেন। প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞানসঞ্চারিণী' পাক্ষিক পত্রিকা ছিল এবং ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৫৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (নবেম্বর ১৮৪৭)।

'জ্ঞানসঞ্চারিণী' পত্রিকার ৮ম ও ৯ম সংখ্যার তারিখ যথাক্রমে ১৫ই মার্চ ও ৩১এ মার্চ ১৮৪৮। ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত "জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকার অনুষ্ঠান পত্র" নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> এই মহানগরী মধ্যে নানা প্রকার সংবাদ পত্র প্রকাশ হওয়াতে স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ গুণগ্রাহক গ্রাহকগণদিগের চিত্ত বহুবিধ সংবাদ দ্বারা দিন দিন সন্তৃপ্ত হইতেছে। অতএব, যেরূপ দেশস্থ অন্যান্য সম্পাদকগণ ব্যবসাভাবে স্ব স্ব পত্রিকা প্রকটন করিতেছেন, আমরা ঐ রূপ করিতে নিতান্ত অনেচ্ছুক অর্থাৎ আমায়দিগের মানস এই, জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা দ্বারা যে সকল মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক জ্ঞান সঞ্চারিণী পাঠশালা নামক এক অবৈতনিক বিদ্যালয় যাহা ছয় মাস অতীত হইল, কলিকাতার সিমুল্যা কাসারিটোলার নং ৪৮ ভবনে সংস্থাপন হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই পাঠশালার মাসিক আয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবেক। এই পত্রিকা এক্ষণে প্রতিমাসে দুইবার প্রকাশ হইতেছে, মূল্য বৎসরে ১॥০ টাকা মাত্র। যদিস্যাৎ পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি এমত অধিক হয় যদ্দ্বারা পত্রিকার ও পাঠশালার মাসিক আয় ব্যয় উত্তম রূপ চলে তবে প্রতি সপ্তাহে এই পত্রিকা প্রকাশ করা যাইবেক কিন্তু মূল্য বাৎসরিক উক্ত ১॥০ টাকা ইহা চিরকালের নিমিত্তে রহিল। অতএব স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ পত্রিকা দর্শক ও বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তিদিগের প্রতি এই নিবেদন যেরূপ শ্রদ্ধাভাবে যে কেহ এই পত্রিকা গ্রহণ করিবেন, তিনি সেইরূপ ফলভোগী হইবেন। অর্থাৎ যাহারা সংবাদ পত্রিকা ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহারদিগের সন্তোষার্থে বিবিধ সংবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে। এবং যাঁহারা বিদ্যানুশীলন বিষয়ে পরম যত্নশীল তাঁহারদিগের বিজ্ঞাপনার্থে পাঠশালার কার্য্য সকল এই পত্রিকা মধ্যে প্রকাশ করা যাইবেক। অতএব সকলের সাধ্যানুসারে এই পত্রিকা প্রতি আনুকূল্য করিলে উক্ত পাঠশালার এবং পত্রিকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। *

---

* 'প্রবর্ত্তক', চৈত্র ১৩৪৫ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট—গ

অপ্রকাশিত বাংলা সাময়িক-পত্র

কয়েকখানি সাময়িক-পত্র প্রকাশের আয়োজন হইয়াছিল ; এমন কি, অনুষ্ঠানপত্রও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত এগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ কয়েকখানি সাময়িক-পত্রের নাম দেওয়া হইল।—

সমাচার কল্পতরু

১৮৪৬ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সংবাদ ভাস্করে' দেখিতেছি,—

.. আমি অল্পমতি হইয়াও অনেকের উপকার সম্ভাবনায় 'সমাচার কল্পতরু' নামক সম্বাদ পত্র সম্পাদনে ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছি তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা আমাকে উপহাস না করিয়া আনুকূল্য পরায়ণ হইবেন।

এই অভিনব সম্বাদ পত্র রাজ শাসন বিষয়ক মূল ব্যবস্থা এবং তৎ শাখা পল্লবাদি ও নানা দেশীয় নূতন২ সম্বাদাদিদ্বারা পরিপূর্ণ হইবেক, কদাপি কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়োক্তি বা কটূক্তি লেখা যাইবেক না,…। শ্রীহরিনারায়ণ শিরোমণি সম্পাদক।

প্রসাদপুরাণ

অসমীয় ভাষার 'অরুণোদয়' নামক মাসিক পত্রে ১৮৪৬ সনের আগষ্ট সংখ্যায় নিম্নাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল,—

কলিকাতাত কোনো বঙ্গালি বাবুবিলাকে প্রসাদ পুরাণ নামে এক নতুন সমাচারদর্পণ চাপিবলৈ ধরিচে। *

'প্রসাদপুরাণ' নামে কোন পত্রিকা বাহির হইয়াছিল বলিয়া আমার জানা নাই। বোধ হয়, ইহা 'পাষণ্ডপীড়ন' হইবে।

১৮৪৭ সনের ১৮ই মার্চ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রে আছে—

Tuesday, March 16.—The papers inform us that a new Bengalee paper entitled the 'Destroyer of Hindoo Idolatry', the object of which is to ridicule the worship of images, will shortly be issued from one of the Native Presses, and be distributed gratis among the native reading public. It is intended to counteract the influence of

---

* "আসামের পত্র-পত্রিকা"—পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।—'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩২৪, পৃ. ৭৪।

another paper recently set up by the orthodox, in order to support the popular superstitions.

হিন্দু ক্রোণিকেল

"কোন বিশ্বাসি ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগতি হইল, এতন্নগরস্থ কতিপয় বিদ্যোৎসাহি যুবা হিন্দু চন্দ্রিকা যন্ত্র হইতে 'হিন্দু ক্রোণিকেল' নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকটন করিবেন, ঐ পত্র ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইবেক, বোধ হয় দুর্গা পূজার পরেই প্রকাশ হইতে পারে, কারণ তদর্থে প্রায় তাবদ্বিষয় প্রস্তুত হইয়াছে, আমরা তাহার অনুষ্ঠানপত্র দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইলাম, যেহেতু তাহা সদভিপ্রায় সম্বলিত ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রচিত হইয়াছে, সম্পাদকদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, এইক্ষণে প্রকাশ করণে প্রয়োজন করে না, পত্র প্রকটিত হইলেই সকলে জানিতে পারিবেন, এতন্মাঙ্গলিক ব্যাপারের অনুষ্ঠানে সকলেই আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন··।"—'সংবাদ প্রভাকর', ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮।

জ্যোতির্ম্ময়

"কতিপয় বন্ধুর দ্বারা অবগত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ভবানীপুরস্থ কয়েকজন দেশহিতৈষি যুবক বন্ধু 'জ্যোতির্ম্ময়' নামক এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করণের কল্পনা করিতেছেন, ঐ পত্র কেবল সুসাধু বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়া উদ্দিত হইবেক, সম্পাদকেরা নানাবিধ উত্তম২ রচনা রূপ জ্যোতির্দ্বারা 'জ্যোতির্ম্ময়কে' প্রকৃত জ্যোতির্ম্ময় করণের মানস করিয়াছেন,···শুনিতেছি ভবানীপুরের 'সুজন বন্ধু' যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইবেক,···।"—'সংবাদ প্রভাকর', ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮।

দি হিন্দু ষ্টাণ্ডার্ড

১৮৪৯ সনের ২১এ মে তারিখে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্র লিখিয়াছিলেন —

We are given to understand that a new bi-lingual journal, to be called the *Hindu Standard*, and published in English and Bengallee, will make its appearance early in next month. It is to be a weekly publication,...

কলিকাতা বার্ত্তাবহ

১৮৪৯ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্র লিখিয়াছিলেন,—

...'*Mahajan Durpun*'...has just made its appearance, and is being published daily,...while another daily journal in the native language to be entitled the Calcutta

'*Bartabaha*' or '*Intelligencer*' and issued from the *Gyan Sancharini* Press, is shortly to be started at the very cheap price of 8 annas a month. This will give Calcutta four indegenous daily papers,...

সংবাদ চারুচন্দ্রোদয়

৮ নবেম্বর ১৮৫৬ (২৪ কার্ত্তিক ১২৬৩) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে সংবাদ চারুচন্দ্রোদয় নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র এতন্নগরে কোন বিদ্যানুরাগি যুবক কর্ত্তৃক প্রকটিত হইবেক, অধুনা আমরা তাহার অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, কোন্ দিবসাবধি ঐ পত্র প্রকাশারম্ভ হইবেক তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই, বোধ হয় শতাধিক লোকের স্বাক্ষর না হইলে প্রকাশক পত্র প্রকাশে সাহসিক হইবেন না।

"সংবাদ চারুচন্দ্রোদয়।

অনুষ্ঠান পত্র।

...আমরা বর্ত্তমান সময়কে উত্তম সময় বিবেচনা করিয়া সংবাদ 'চারুচন্দ্রোদয়' নামে এক-খানি অভিনব সংবাদ পত্র প্রকাশ করণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি, ঐ পত্র সংবাদ প্রভাকরের ন্যায় এক তক্তা কাগজে প্রতি সোমবারে প্রকটিত হইবেক, তাহাতে অন্যান্য সংবাদ পত্রের ন্যায় নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার ও গদ্য পদ্য পরিপূরিত বিবিধ দেশহিতজনক প্রবন্ধ ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার উত্তম বিষয়ের অনুবাদ প্রকাশ করিব,...আমরা সাধারণের পাঠ সুলভ নিমিত্ত সংবাদ চারুচন্দ্রোদয়ের মাসিক মূল্য ।০ আনা অথবা বার্ষিক অগ্রিম ২॥০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছি। শ্রীনিমাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক।"

বঙ্গদর্শক

১৮৫৬ সনের জুলাই সংখ্যা 'অরুণোদয়' নামক অসমীয় ভাষার মাসিক পত্রে নিম্নলিখিত অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

শ্রীবাবু ব্রজনাথ সরকারে কলিকাতা নগরত বাঙ্গদর্শক নামেরে এখন নতুন সম্বাদপত্র চাপিবলৈ আরম্ভন করিচে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৫৮-১৮৬৭

সুবোধিনী

১৮৫৭ সনে চন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় বলিয়া পাদ্রি লং উল্লেখ করিয়াছেন।* কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে (পৃ. ৩৪৭-৪৮) 'সুবোধিনী'র প্রকাশকাল ১৮৫৭ সন বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকাখানি ১৮৫৮ সনের ১৩ই জানুয়ারি (১ মাঘ ১২৬৪) রামচন্দ্র দিচ্ছিতের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার কয়েক দিন পরে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' লিখিয়াছিলেন :—

> চুঁচুড়া নগরে প্রকাশিত সুবোধিনী নাম্নী এক পাক্ষিকী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইলাম, বর্ত্তমান মাঘ মাসের প্রথম দিবসে ইহার জন্ম হইয়াছে। সম্পাদকের নাম শ্রীরামচন্দ্র দিচ্ছিত। পত্রিকার মাসিক মূল্য ।০ আনা। প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়বৃন্দ প্রকটিত হইয়াছে।
>
> | | |
> |---|---|
> | ঈশ্বর স্তোত্র | শান্তিশতক |
> | পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় | গোলেস্তাঁর অনুবাদ। |
> | সত্যমায়তনং | ভারতবর্ষীয় কুটীর। |
> | নীতিসার | মানসের প্রতি হিতোপদেশ। |
>
> আমরা প্রার্থনা করি এবম্প্রকার পত্র নিকর বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে পদ্মবনবৎ প্রকাশিত হউক্। পরন্তু সুবোধিনীর উচিত, জন্মভূমি চুঁচুড়া এবং তদন্তঃপাতি প্রদেশের সমাচার উপহার প্রদান পূর্ব্বক পাঠকগণকে পরিতৃপ্ত করেন, ইহাতে বিশেষ উপকার এই যে সংবাদ লিখনের অভ্যাস সুন্দররূপ হইলে তাঁহার ভাষার লালিত্য বৃদ্ধি সহ সাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হইবেক। (২২ জানুয়ারি ১৮৫৮)

'সুবোধিনী' পত্রিকা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

> সুবোধিনীনামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র কলেজের অতি নিকটে চৌমাথা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিত—বাঙ্গালার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ওবারসিয়র পরীক্ষা পাস করা। সংস্কৃত, বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। সরল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ সাধুভাষায়, সুবোধিনী ছাপা হইত। ফুল্‌স্ক্যাপ আকারের কাগজ; দুই স্তম্ভে। যাঁহারা সাধারণী দেখিয়াছেন,

* Long's *Returns etc.* (1859), p. liii.

তাঁহারা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সে সুবোধিনী আকারে প্রকারে সাধারণীর আদর্শ।
—'বঙ্গভাষার লেখক,' পৃ. ৫১৮-১৯।

'সুবোধিনী' পত্রিকার ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৫৮ সনের ১৭শ ও ১৮শ সংখ্যা।

রচনা-রত্নাবলি

'রচনা-রত্নাবলি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে ("মাঘ, বঙ্গাব্দ ১২৬৪") প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "বিজ্ঞাপন" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

> বর্ত্তমানে বঙ্গভাষায় নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক, পত্রিকা ও সমাচার পত্রাদি প্রকাশিত হওয়াতে, এতদ্দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু অপর সাধারণ লোকের উপকারার্থ বিনামূল্যে কোন মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয় না। অতএব, আমরা কয়েক বন্ধু একত্র হইয়া বিনা মূল্যে এই মাসিক পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে নানা বিষয়িণী গদ্য পদ্যময়ী রচনা প্রকাশিত হইবেক ;...।

প্রাণনাথ দত্ত প্রভৃতি এই মাসিক পত্রিকাখানির পরিচালক ছিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> অতি মান্যবংশ্য বিদ্যানুরাগি সুশিক্ষিত সুলেখক শ্রীমান বাবু প্রাণনাথ দত্ত, বৈদ্যনাথ চন্দ্র এবং অপরাপর কতিপয় সুপথগামি সুজন যুবকের প্রণীত "রচনা-রত্নাবলি" নাম্নী একখানি বিনামূল্যের মাসিক পত্রিকার ১ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠ পূর্ব্বক পরমানন্দলাভ করিলাম। ইহার গদ্য পদ্য উভয় রচনাই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এবং অতি সুমধুর হইয়াছে।

'রচনা-রত্নাবলি' পত্রের ফাইল।—

বহরমপুর রামদাস সেনের লাইব্রেরি।

রতন লাইব্রেরি, বীরভূম :—১২৬৪-৬৭ সাল।

বিচারক

'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি (?) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যে মন্তব্য করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

'বিচারক' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে। প্রতিজ্ঞা এবং উৎসাহকে স্থিররূপে রক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।

এই পত্রিকাখানি বাহির করেন—আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

সিপাহীবিদ্রোহের সময়……বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০০-২০১।

কলিকাতা বার্ত্তাবহ

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সংবাদপত্র ১৮৫৮ সনের ১৮ই জানুয়ারি (৬ মাঘ ১২৬৪) প্রকাশিত হয়। ১লা বৈশাখ ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮) সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

সন ১২৬৪ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।…৬ মাঘ দিবসে 'কলিকাতা-বার্ত্তাবহ' নামে একখানি নূতন সমাচার পত্র প্রকাশ হয়।

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' প্রতি সোমবার ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরদিন 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন :—

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামক অভিনব বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রথম সংখ্যা আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইলাম, ইহার কলেবর ভাস্করের ন্যায়, প্রতি সোমবার এবং শুক্রবাসরে প্রকটিত হইবেক, মাসিক মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। প্রথম সংখ্যায় কয়েকটি বিষয় কেবল গদ্যে লিখিত হইয়াছে, রচনা অতি উত্তম, প্রার্থনা করি পরমেশ্বরের কৃপায় সম্পাদক কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণের প্রিয় হউন।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১৯ জানুয়ারি, ১৮৫৮।

এই পত্রের শিরোভাগে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ-রচিত একটি কবিতা শোভা পাইত। তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনচরিতে প্রকাশ :—

কলিকাতা-বার্ত্তাবহ নামক কাগজখানির শিরোভাগে "কিং চান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথবা প্রাভাকরী চাতুরী" ইত্যাদি মর্ম্মে যে কবিতাটী তর্কবাগীশ রচনা করিয়া দেন তাহা অতি শ্রুতি-সুখকর হইয়াছিল মনে হয়।—রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : '৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী,' ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৯৯।

হিতৈষিণী পত্রিকা

'হিতৈষিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হাড়কাটা লেনস্থ হিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন কানাইলাল পাইন। ১৭৭৯ শকের ফাল্গুন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়:—

> হিতৈষিণী সভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি প্রতিমাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পত্র প্রয়োজন মতে ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহার প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়সা মাত্র।

কিন্তু 'হিতৈষিণী পত্রিকা' ১২৬৫ সালের আষাঢ় (জুন ১৮৫৮) মাস হইতে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ২১ জুন ১৮৫৮ (৮ আষাঢ় ১২৬৫) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে প্রকাশ:—

> 'হিতৈষিণী পত্রিকা' নাম্নী এক মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইলাম, ইহা কলিকাতাস্থ হিতৈষিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ইহার পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র আটপেজি ফরমার অর্দ্ধ ফরমা অর্থাৎ ৪ পৃষ্ঠা মাত্র। সাধারণ মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করা, এই পত্রিকার উদ্দেশ্য এবং যাহাতে অধন সধন সকলে ইহা পাঠ করিতে পারে, তজ্জন্য ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ পয়সা মাত্র নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চোপাসনা প্রচার বিষয়ে একটী প্রস্তাব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে, ইহার রচনা প্রণালী অতীব সুন্দর।

চমৎকারমোহন

'চমৎকারমোহন' নামে একখানি সমাচার পত্র ১৮৫৮ সনের আগষ্ট (শ্রাবণ ১২৬৫) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বিভাষিক ছিল; ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রতি-সপ্তাহে তিনবার—সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার—প্রকাশিত হইত। কলিকাতা চোরবাগানে শ্রীকান্ত শর্ম্মার দ্বারা চমৎকারমোহন যন্ত্রে এই পত্রখানি মুদ্রিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—'প্রিয়ম্বদ' (১৮৫৫ সন) ও 'নলিনীকান্ত' (১৮৫৯ সন) উপন্যাস-প্রণেতা কেদারনাথ দত্ত।

'চমৎকারমোহন' পত্রের চতুর্থ সংখ্যার তারিখ—১৬ই আগষ্ট ১৮৫৮ (১ ভাদ্র ১২৬৫)।

'চমৎকারমোহন' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—৪-৬, ৮, ১০-১১, ১৩-১৪, ১৭, ২২, ২৫-২৮, ৩১-৩২ ও ৪৭শ সংখ্যা। ডক্টর শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত এই সকল সংখ্যা হইতে কিছু কিছু তথ্য সঙ্কলন করিয়া 'ভারতবর্ষে' (আশ্বিন ১৩৩৯) প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ:—প্রথম বর্ষের ৪৯ সংখ্যা (২ ডিসেম্বর ১৮৫৮)।

কলিকাতা পত্রিকা

১৮৫৮ সনের অক্টোবর মাসে 'কলিকাতা পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা মথুরানাথ দত্তের অধ্যক্ষতায় প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত আছে :—

"মাসিকী, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, সংবৎ ১৯১৫ কার্ত্তিক।"

এই পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৯ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

কলিকাতা পত্রিকা।—আমরা কয়েক দিবস হইল, কলিকাতা পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, কারণ এই পত্রিকার নব্য ভব্য লেখকেরা অতি সুপ্রণালীমতে রচনাদি করিতেছেন, তাঁহারদিগের লিপিনৈপুণ্যের বিষয় আমরা আর অধিক কি প্রকাশ করিব তাঁহারদিগের লেখাই পাঠকগণকে উপঢৌকন প্রদান করিলে ভাল হয়, এই পত্রিকায় প্রথমে লেখকদিগের 'বিজ্ঞাপনী' দ্বিতীয়ে 'উপক্রমণিকা' তৃতীয়ে 'বাঙ্গালার অবস্থা-সমাজ' চতুর্থে 'বিদ্যাশাস্ত্র' প্রকাশ পাইয়াছে পত্রিকার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ দত্ত, অধ্যক্ষ বাবুর সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে পত্রিকার ক্রমোন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, ভরসা করি গুণগ্রাহক মহোদয়েরা কলিকাতা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া লেখকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন, আমরা কলিকাতা পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিলে পর অতিশয় সন্তুষ্ট হইব। পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা কলিকাতা পত্রিকার দ্বিতীয় বিষয়টি গ্রহণ করিতেছি পাঠকগণ এতৎ পাঠেই লেখকদিগের লিপিনৈপুণ্যের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

উপক্রমণিকা

আমরা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে 'বাঙ্গলার অবস্থা' এই ক্রমিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই ক্রমিক প্রবন্ধে, বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান অবস্থা সমুদায় বর্ণিত হইবে। আমাদের এ ব্যবসায় দুর্ব্ব্যবসায় বলিতে হইবে। কবিকুলললামভূত প্রভাকরসম্পাদক প্রভৃতি প্রধান প্রধান লেখক ও দেশহিতৈষি মহাশয়েরা ইহার নিমিত্তে অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। দেশের দুর্ভাগ্য বশত কেহই উত্তমরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই নিমিত্তই আমাদের ইহা দুর্ব্ব্যবসায় বলিয়া স্বীকার করিতেছি। তথাপি সদ্বিষয়ের যত পর্য্যালোচনা হয় ততই ভাল এই বিবেচনা করিয়া, আমরা এই ক্রমিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইলাম।

ভ্রম মানুষের সহজপদার্থ। কিন্তু ভ্রমের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া সহজ নহে। এ নিমিত্তে আমরা সকলকে বিশেষতঃ সম্পাদক মহাশয়দিগকে বলিয়া রাখিতেছি, আমারদের অযুক্তিসিদ্ধি বা ভ্রমপ্রমাদ দেখিলে প্রকাশ করিবেন। আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।

'কলিকাতা পত্রিকা'র ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম বর্ষের ১-৬ সংখ্যা।

সোমপ্রকাশ

১৮৫৮ সনের ১৫ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) সোমবার 'সোমপ্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। 'সোমপ্রকাশে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

'সোমপ্রকাশ' প্রথমে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

এই পত্র প্রতি সোমবার চাঁপাতলা এমহরেষ্ট ষ্ট্রীট সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন ১ নং বাটী বাঙ্গলা যন্ত্রে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

পরে মাতলা রেল খোলা হইলে 'সোমপ্রকাশ' চাংড়িপোতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে "এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব, মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।" ('সোমপ্রকাশ,' ২১ ও ২৮ এপ্রিল ১৮৬২)

'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমত আলোচনা 'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম স্বরু হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

১৮৬৫ সনের ২রা জানুয়ারি হইতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদকীয় আসন হইতে কিছু দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। ৯ জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশ :—

The Week.—Tuesday, 3 Jany. We are sorry to read a notice in the *Shome Prokash* announcing the withdrawal of Pundit Dwarkanauth Vidyabhoosun from the editorial chair of that paper. The *Shome Prokash* was first projected by Pundit Eswar Chunder Vidyasaghur, and we believe the first number was written by him. But he fell sick and made over the paper to Pundit Dwarkanauth, under whose able management the paper attained the foremost place among the Bengalee newspapers. In fact the retiring editor of the *Shome Prokash* taught his native brethren of the journalism craft a new style of journalism. His loss to the cause of Indian advocacy will be very severely felt.

কর্ম্মবাহুল্যই যে দ্বারকানাথের সম্পাদকতা ত্যাগ করিবার কারণ, ১৮৬৫ সনের ২রা জানুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে তাহা জানা যাইবে :—

বিজ্ঞাপন।

আমি ক্রমে ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি। তন্নিবন্ধন, সোমপ্রকাশে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি আজি অবধি ইহার সম্পাদকতা ভার অন্য হস্তে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ আমার প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রতি আমার সবিশেষ যত্ন আছে, অন্য অন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অবিরোধে যতদূরসাধ্য সাহায্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টায় কখন পরাঙ্মুখ হইব না।······

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

দ্বারকানাথ যাঁহার হস্তে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন, তিনি মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। ৫ জুন ১৮৬৫ তারিখে "সম্পাদককৃত বিজ্ঞাপন" প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নীচে "শ্রীমোহনলাল বিদ্যাবাগীশ সোমপ্রকাশ সম্পাদক" নাম পাইতেছি।

১৮৭৮ সনে ভার্ণাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট নামক আইন হইলে "রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া" যায়। পরে ১৯ এপ্রিল ১৮৮০ (৮ বৈশাখ ১২৮৭) তারিখ হইতে "২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা" 'সোমপ্রকাশ' "নব কলেবর ধারণ করিয়া···কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত" হয়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত "সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম" প্রস্তাব হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে 'সোমপ্রকাশ' কি কারণে বন্ধ হয় এবং কেনই বা পুনঃ প্রকাশিত হয়, তাহার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

যে কারণে সোমপ্রকাশের মৃত্যু হয়, তদ্বৃত্তান্ত বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। সোমপ্রকাশের লাহোরস্থ সংবাদদাতার পত্র প্রকাশ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকটে হাজার টাকা ডিপজিট ও মুচলকা চান। আমরা তদ্দানে সমর্থ না হওয়াতে সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।······

যেরূপে সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম লাভ হয় তদ্বৃত্তান্ত এই—

সোমপ্রকাশের হুগলীস্থ সংবাদদাতা বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের অজ্ঞাতসারে বঙ্গদেশের মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আশলি ইডেন সাহেবের নিকটে মোচলকা ও ডিপজিট বিনা সোম-প্রকাশের পুনঃপ্রচারার্থ আবেদন করেন [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০]।······

কয়েক দিন অতীত হইলে পর ঐ দুর্গাপ্রসন্ন আমাদিগকে এক খানি পত্র লিখিলেন এবং সেই সঙ্গে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কৃত রেজোলিউসনের একটী নকল পাঠাইয়া দিলেন। তাহা এই—

Dated the 16th March 1880.

......Ordered that the petitioner be informed that no application such as this can be considered unless submitted by the Editor or publisher of the "Someprakash" and that if the Editor desires to make any representation on the subject of the publication of his Newspaper he can do so verbally to the Lieutenant Governor or to the Secretary to the Government.

……দুর্গাপ্রসন্নের পত্র পাইয়া আমাদের বিষম চিন্তা ও সঙ্কট উপস্থিত হইল।……আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা সোমপ্রকাশের প্রচারার্থ পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন।……

গত ২০এ চৈত্র হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক অনরেবল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পালকে সঙ্গে লইয়া মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা পূর্ব্বে যেরূপ স্বাধীনভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদন করিতাম, সেইরূপই করিব। তিনি একখানি লিখিত আবেদন করিতে কহিলেন।

আবেদন করা হইলে, ১০ এপ্রিল ১৮৮০ তারিখে বাংলা-সরকার দ্বারকানাথকে 'সোমপ্রকাশ' পুনঃপ্রকাশ করিবার অনুমতি-পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

সোমপ্রকাশ প্রচারের শেষোক্ত অনুমতি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইলে পর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি শ্রীযুত হোরেস ককরেল সাহেব আমাদিগকে ডাকাইয়া লইয়া যান এবং এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, সোমপ্রকাশে অসঙ্গত বিষয় প্রকাশ না হয়, এবং আমরা স্বচক্ষে না দেখিয়া কোন বিষয় মুদ্রিত হইতে না দি।……

অতঃপর ইণ্ডিয়ান আসোসিএসন সভা ও বাবু লালমোহন ঘোষ মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একান্ত আবশ্যক। বাবু লালমোহন ঘোষ উক্ত সভার প্রেরিত হইয়া সোমপ্রকাশের নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সোমপ্রকাশের মৃত্যুনিবন্ধন তুমুল আন্দোলন করিয়াছেন।……

'সোমপ্রকাশ' পত্রের শেষ ইতিহাসটুকু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলিতেছি। তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে (পৃ. ২৮৯-৯০) লিখিয়াছেন:—

শেষ দশায় শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবন্ধন তিনি [দ্বারকানাথ] সোমপ্রকাশ সম্পাদনে ততটা সময় দিতে পারিতেন না। এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে কাশীতে গিয়া বাস করেন।…তৎপরে দেশে ফিরিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় সোমপ্রকাশের কার্য্য করিতে পারিতেন না।

ইহার উপরে ভার্ণেকিউলার প্রেস আক্ট্ নামক আইন [১৮৭৮ সনে] বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিকা যখন ইংরাজী কাগজে পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য সোমপ্রকাশ তুলিয়া দিলেন, তথাপি নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অধীন হইতে পারিলেন না।…পরে ঐ গর্হিত আইন [১৮৮২ সনে] উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার বাহির হইল বটে কিন্তু পূর্ব্বপ্রভাব আর রহিল না। তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে গেল। ইহার পরে তিনি 'কল্পদ্রুম' নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন বাহির করিয়াছিলেন;…। ১৮৮৬ সালের ২২শে আগষ্ট দিবসে [তিনি] গতাসু হন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশী গমন করিলে (১৮৭৪ সনের গোড়ায়) তাঁহার ভাগিনেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক মাস 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদন করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৮৭৪ সনের ২৭এ জুলাই পুনরায় 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

'সোমপ্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—৩য় ভাগ (১২৬৮)—২৮, ৩১, ৩৩-৩৫, ৪৬-৫০ম সংখ্যা।
৪র্থ ভাগ (১২৬৯)—২২-৫০ম সংখ্যা।
৫ম ভাগ (১২৬৯-৭০)।
৬ষ্ঠ ভাগ (১২৭০)—১-২১শ সংখ্যা।

স্যর গুরুদাস ইন্সটিটিউট :— ১ম ভাগ, ৩৯, ৪১, ৪৮শ সংখ্যা (২৪ অক্টোবর ১৮৫৯)।
২য় ভাগ, ২২-২৫শ, ৩৮ ও ৪০ সংখ্যা।
৬ষ্ঠ ভাগ, ৯ম (১১ জানুয়ারি ১৮৬৪), ১০ম, ২৪-২৫শ, ৩০-৩৪শ, ৪২-৪৫শ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪)।
৭ম ভাগ, ৩য় (৫ ডিসেম্বর ১৮৬৪), ৪-১০ম, ১৩শ, ১৯-২৯শ, ৩১-৩৬শ, ৫০ম (১৩ নবেম্বর ১৮৬৫)।

বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরি, চাংড়িপোতা :—৪র্থ ভাগ, ২২-৫০ম সংখ্যা। ৫ম ভাগ, ১-২১শ সংখ্যা। ৯ম ভাগ, ১-২১শ সংখ্যা। ১০ম ভাগ, ২২শ সংখ্যা হইতে শেষ পর্য্যন্ত। ১১শ ভাগ, ১-২১শ সংখ্যা।

শ্রীসুকুমার হালদার, রাঁচি :—২ পৌষ ১২৬৮। ২৩ ও ৩০ বৈশাখ, ৭ জ্যৈষ্ঠ ও ৩১ আষাঢ়, ৬ ও ২০ শ্রাবণ ১২৬৯।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঢাকা :—২য় ভাগ, ২৬-৪৯শ সংখ্যা (১৪ মে—১৪ অক্টোবর ১৮৬০)।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম (হেণ্ডন) :—১ম ভাগ, ৩৫-৩৮শ সংখ্যা। ২য় ভাগ, ৪০, ৪৯-৫০ম সংখ্যা। ৩য় ভাগ, ১-১৪, ১৬-২৪, ৩৬-৩৮, ৪০, ৪৩-৪৬শ সংখ্যা। ৪র্থ ভাগ, ৭, ১১-১২, ১৫-১৮, ২৫, ২৬, ২৮শ সংখ্যা। ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। ডক্টর শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত এই সংখ্যাগুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য সঙ্কলন করিয়া ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ণিমা

'পূর্ণিমা' একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার মাসিক মূল্য ছিল তিন পয়সা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—"সন ১২৬৫ সাল। ৬ ফাল্গুন মাঘী পূর্ণিমা" অর্থাৎ ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিকথা পাঠে জানা যায়, কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'পূর্ণিমা'র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলিয়াছেন,—

> বিচারক বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।…ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' [৫ম সংখ্যায়] ও 'তাঁতিয়া

টোপি।' কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমা'তে আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই। এ পত্রিকাখানিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০১।

'পূর্ণিমা'র রচনার নিদর্শন হিসাবে ইহার প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল:—

পূর্ণিমা।—আহা! আমি এই নিশীথ সময়ে ভাগীরথীর উদ্যান-শোভিত নির্জন তীরে দণ্ডায়মান হইয়া কি অপূর্ব্ব সুখই অনুভব করিতেছি। পূর্ণচন্দ্র ক্রমে ক্রমে আকাশের মধ্য সীমায় আগমন করিয়া জগৎকে যেন দুগ্ধফেনায় প্লাবিত করিয়াছেন। শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ মেঘগুলিন্ তাঁহার সম্মুখে কেমন সুন্দর ভাবে খেলা করিতেছে। তারক পুঞ্জে নভোমণ্ডল সমাকীর্ণ হইয়া কেমন ফেনিল অম্বুরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার ক্রোড়ে ক্রোড়ে তুলারাশির ন্যায় শ্বেত সূক্ষ্ম মেঘরাশি বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গিত হইতেছে। স্থানে স্থানে এক একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র এক একটী মাণিকের ন্যায় দীপ্ দীপ্ করিতেছে। আকাশের নীলোজ্জ্বল বক্ষস্থলে ছায়াপথ যেন মুক্তামণ্ডিত হীরকহারের ন্যায় কেমন সুন্দর সুশোভন দেখাইতেছে। শুভ্র শুভ্র মেঘ সকল আমার চতুর্দ্দিকে কেমন নানা বিচিত্র ভাবে বিলাস করিতেছে। কোথাও যেন ধবলাগিরির শৃঙ্গপরম্পরা উড়িয়া যাইতেছে। কোথাও বা যেন শ্বেতবর্ণ বিতান সকল বিস্তৃত হইতেছে। আর কোথাও বা যেন বলাকা সকল পক্ষ কম্পন করিতেছে। আহা! সুধাকর আপনার অধস্থিত মেঘের অঙ্গে নিমেষে কেমন সুন্দর সুন্দর নূতন নূতন অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র চিত্র চিত্রিত করিতেছেন এবং এক একবার সেই চিত্রের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছেন, এক একবার মুখ বাহির করিয়া যেন আমার সহিত কত আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। আমিও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিব বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়াছি। ওগো দিগঙ্গনাগণ! তোমরা বুঝি আমার এই উন্মত্তচেষ্টা দেখিয়া এত হাস্য করিতেছ? আমার প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া হাস্য কর, অথবা তোমাদিগের হৃদয়রঞ্জন সুধাকরের দর্শন লাভে প্রমোদিত হইয়াই হাস্য কর, বস্তুতঃ এ হাস্য অতি মধুর। আর আমি তোমাদের প্রফুল্ল বদন, মণিমুক্তাখচিত বিভূষণ, ও বিশ্ববিমোহন নৃত্য দর্শন করিয়াও আর্দ্রীভূত হইতেছি।···

'পূর্ণিমা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ:—প্রথম বর্ষের ১ম, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। (কীটদষ্ট)

ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—প্রথম বর্ষের ১-২ ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হিতবিলাসিনী পত্রিকা

১৮৫৮ সনের শেষাশেষি সিমুলিয়া হরিঘোষের ষ্ট্রীটে 'হিতবিলাসিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।* এই সভা হইতে 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' বাহির হয়। খুব সম্ভব, ইহা মাসিক পত্র ছিল। ১৮৫৯ সনের এপ্রিল (বৈশাখ ১২৬৬) মাসে 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১১ মে ১৮৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এক জন সংবাদ-দাতার পত্রে পত্রিকাখানির নাম পাওয়া যাইতেছে। এই পত্রে প্রকাশ,—

> অপিচ 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' যাহার এক সংখ্যা সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত সমুদায়ই উক্ত অদ্ভুত চিকিৎসক তারকনাথ [দত্ত] লিখিয়াছেন, তাহার সহিত উক্ত সভার সভ্যগণ অথবা সম্পাদকের কোন সম্বন্ধ নাই…।

ভারতবর্ষীয় সভা। মাসিক বিজ্ঞাপনী

এই মাসিক পত্রখানি ভারতবর্ষীয় সভার মুখপত্র ছিল। পাদরি লং লিখিয়াছেন :—

> The Bharatbarshiya Sabha Bigyapini is the organ of the British Indian Association which has hitherto been the representative of the Native community to the British public, but they now feel that their own views must be made known to the masses and hence the issue of this monthly organ.†

ইহা ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' প্রকাশ :—

> আমরা ভারতবর্ষীয় সভার অভিনব মাসিক বাঙ্গলা বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে মে ও জুন মাসের কার্য্য বিবরণ বিবৃত হইয়াছে,…।

'ভারতবর্ষীয় সভা। মাসিক বিজ্ঞাপনী'র ফাইল :—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৫৯ সনের মে মাসের ও ১৮৬১ সনের এপ্রিল মাসের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

---

* "আমরা গত ১৭ অগ্রহায়ণ বুধবাসরীয় পত্রে হিতবিলাসিনী সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করত…।" —'সংবাদ প্রভাকর', ১২ জানুয়ারি ১৮৫৯।

† Long's *Returns relating to Publications in the Bengali language, in 1857,*...(1859), p. xliv.

সৌদামনী

এই পত্রিকাখানি ১৮৫৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯ ভাদ্র ১২৬৬) প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা প্রতি-সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শনিবার বাহির হইত। শ্যামাচরণ সান্ন্যাল ও বিপিনবিহারী সরকার ইহার যুগ্ম-সম্পাদক। 'সৌদামনী' পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা পাইবার পর 'সংবাদ প্রভাকর' যে মন্তব্য করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

> সৌদামনী নামে এক নবীনা পত্রিকা গত সপ্তাহাবধি এই রাজধানীতে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহার প্রথম দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, যেরূপ সরল অথচ উৎকৃষ্ট মিষ্ট ভাষায় গদ্য পদ্য লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রশংসা করিতে হইবেক। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সান্ন্যাল, তথা শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী সরকার মহাশয় এই নবীনা পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছেন। ইহারা বড় অপরিচিত নহেন। ইহারদিগের বিরচিত অনেক উত্তম প্রবন্ধ এই প্রভাকরে ও নগরীয় অন্যান্য অনেক সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। অতএব ইহারদিগের দ্বারা সম্পাদকীয় কার্য্য যথানিয়মে নির্ব্বাহ হইতে পারে। অধুনা আমরা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি, নবীনা সৌদামনী অম্বুদবিহারিণী চঞ্চলার ন্যায় চঞ্চলা না হইয়া স্থিরভাবে অবনিবাসিনী হইয়া কবিতাপ্রিয় পাঠার্থিবৃন্দের চিত্তোন্মাদিনী হউন।
>
> সৌদামনী পত্রিকা প্রভাকরের ন্যায় এক তক্তা কাগজে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবারে প্রকাশ হইতেছে। মাসিক মূল্য আট আনামাত্র যাহার প্রয়োজন হয় সম্পাদকদিগের নামে পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯, শনিবার।

'সৌদামনী'-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদকেরা এইরূপ লিখিয়াছেন :—

> আমাদিগের এই অভিনব সৌদামনী পত্রিকা সংস্থাপিতা করণের প্রধান উদ্দেশ্য এই, যে ইহাতে রাজনীতি, সমাচার, আত্মতত্ব, নীতিমালা বিশেষতঃ কবিতাই বিস্তর প্রকাশিত হইবেক।
>
> —১২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' উদ্ধৃত।

সংবাদ দ্বিজরাজ

'সংবাদ দ্বিজরাজ' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ— ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ (৪ আশ্বিন ১২৬৬)। ইহা প্রতি-সোমবার প্রভাকর-যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইত। 'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন—গোঁসাইদাস গুপ্ত। এই সাপ্তাহিক পত্রখানির কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

> নাস্তং যাত্যরুণোদয়ে নচ রুচিং ধত্তে খরাস্তাম্বরান্নোল্লাসং
> কুমুদাকরস্য কুরুতে কলঙ্কানেবাঙ্কিতাঃ।
> সম্প্রত্যুন্মদয়ন্ মনাংসি মহতাং ভাবান্ সমুদ্ভাবয়ন্ গচ্ছন্
> দ্বিজরাজ এব নিতরামব্যাজমুদ্ভ্রাজতে।

'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অভাব পূরণার্থই 'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের আবির্ভাব। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর-দিন 'সংবাদ প্রভাকর' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

আমারদিগের যন্ত্রালয় হইতে গত দিবসাবধি সংবাদ দ্বিজরাজ নামে এক খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। আমারদিগের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গোঁসাইদাস গুপ্ত তাহার সম্পাদক হইয়াছেন। এই ক্ষণে সময় বড় বিরুদ্ধ কোন প্রকার নূতন পত্র প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হওয়া অতি কঠিন বলিতে হইবেক। যাহা হউক আমরা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি এই নবীন পত্র চিরস্থায়ী হউক। বিদ্যামোদি ব্যক্তিগণ আদর পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহবর্দ্ধন করুন। যেরূপ প্রণালীক্রমে ও স্পষ্টভাষায় দ্বিজরাজ পত্র লিখিত হইয়াছে তাহা কোনক্রমে মন্দ বলা যায় না। আমরা পাঠক মহাশয়দিগের পাঠার্থ প্রথম সম্পাদকীয় উক্তি নিম্ন ভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

'আমরা অবিচলিত ভক্তিভাবে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক পরমেশ্বরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই অভিনব পত্র প্রকাশারম্ভ করিলাম। অধুনা আমরা কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে মানস করি না। কেবল এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি, যে স্বদেশের মঙ্গলবিধান করাই আমারদিগের প্রধান সঙ্কল্প, এবং দেশীয় ব্যক্তিদিগের মনোরূপ ক্ষেত্র হইতে কুনীতিরূপ কণ্টক-রাশি উন্মূলিত করিয়া সুনীতিরূপ সুন্দর বীজবপন করণে আমারদিগের যত্ন নিয়তই নিযুক্ত থাকিবেক।

'সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্র ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক। কিন্তু উহার সম্পাদকীয় কার্য্য প্রভাকর হইতে সম্যক্ প্রকারেই স্বতন্ত্র থাকিবেক। যে সকল মহাশয়েরা সাধুরঞ্জন পত্র গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্বিজরাজ পত্র গ্রহণ করিলে আমরা পরম বাধিত হইব। যে সকল বিষয় পাঠে তাঁহারদিগের সন্তোষ জন্মে, আমরা সেই সকল বিষয় স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া তাঁহারদিগের প্রীতিলাভে সাধ্য পর্য্যন্ত যত্ন করণে ত্রুটি করিব না।

'এই দ্বিজরাজ পত্র এই আকারে প্রতি সোমবার প্রকাশ হইবেক। মাসিক মূল্য ।০ আনা বার্ষিক অগ্রিম ২৷০ টাকা মাত্র।...'

'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—৫ম বর্ষের (১৮৬৩-৬৪) ২৩-২৫শ ও ৩০-৪২শ সংখ্যা।

সত্যপ্রদীপ

'সত্যপ্রদীপ' একখানি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র। ১৮৬০ সনের জানুয়ারি মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।* ইহার প্রকাশক—খ্রীষ্টান্ ভার্ণাকিউলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। 'সত্যপ্রদীপ' ১৮৬০ সনে প্রকাশিত হইয়া ১৮৬৪ সনের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

'সত্যপ্রদীপ' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৬১)। ১৮৬১ সনের জানুয়ারি সংখ্যার উপর লেখা আছে "১নং, ২ খণ্ড।"

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' একখানি সাপ্তাহিক পত্র—কাকিনীয়া, রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৬ জানুয়ারি ১৮৬০ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 'কেষাঞ্চিৎ রঙ্গপুর-বাসিজনানাং'-এর প্রেরিত পত্রে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের আয়োজনের কথা আমরা সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারি। পত্রখানি এইরূপ:—

> ...কুণ্ডিগোপালপুরে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ নামক এক সমাচার পত্র প্রচার ছিল, তথাকার ভূম্যধিকারি বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে ঐ পত্রেরও অবসান হয়, তৎপরে এদেশে দ্বিতীয় পত্র প্রকাশ হয় নাই। সম্প্রতি কাকিনীয়ার ভূম্যধিকারী দেশহিতবৎসল শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বহুব্যয়ে কলিকাতা হইতে মুদ্রাযন্ত্র ও তদুপযোগী সমস্ত দ্রব্য এবং কর্ম্মচারি আনাইয়া কাকিনীয়া রাজধানীস্থ ভূগোলোক বাটীতে এক যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়াছেন, এই যন্ত্র হইতে অচিরেই 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' নামক এক সংবাদ পত্র প্রকাশ হইবেক এমত সম্ভাবনা আছে।

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' পত্রের প্রকাশকাল লইয়া গোল আছে। কেদারনাথ মজুমদার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে (পৃ. ১৯১, ৪৪২) ইহার প্রকাশকাল "১৮৬১ সন" বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮৬০ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮ মে ১৮৬০ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ—

---

* "A monthly Magazine for the young *The Lamp of Truth*, 18 pp., was commenced in 1860 by the Christian Vernacular Education Society, and was continued till the end of 1864. The entire circulation each year was as follows: 32,795; 26,360; 16,800; 13,589; 15,564."—Murdoch's *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India* (1870), p. 25.

জিলা রঙ্গপুর কাকিনীয়া ভূগোলক বাটীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরীর সাহায্যে ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাস অবধি দিক্‌প্রকাশ নামে এক খানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশে'র সম্পাদক ছিলেন—মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। ১৮৬৫ সনের গোড়ায় তিনি সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ১৯ এপ্রিল ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র পাঠে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় :—

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশের পুরাতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন রঙ্গপুর অতীব অস্বাস্থ্যকর স্থান, তিনি পুনরায় রঙ্গপুর প্রত্যাগত হওনাবধি একদিনের জন্যও স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় ৺শম্ভুচন্দ্র রায় মহাশয়ের যত্নে রঙ্গপুরে উক্ত যন্ত্র স্থাপিত ও পত্র প্রকাশিত হয়। মফস্বলে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত সর্ব্বপ্রথমে শম্ভুবাবু করিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে মফস্বলে বাঙ্গলা ছাপাখানা ছিল না।

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—প্রথম ভাগ—১০, ২১-২২, ২৫, ৩০-৩১, ৩৩, ৩৫-৩৬, ৩৮ ও ৪৩ সংখ্যা।
দ্বিতীয় ভাগ—৫২, ৫৪, ৫৮, ৬০-৬১, ৬৩-৬৯, ৭২-৭৩ ও ৭৫ সংখ্যা।

জ্ঞানচন্দ্রিকা

'জ্ঞানচন্দ্রিকা' একখানি মাসিক পত্র। ইহার সম্পাদক ছিলেন—কবি বলাইচাঁদ সেন। বোধ হয়, তাঁহারই নামানুসারে পত্রিকার শীর্ষদেশে 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' নামের নীচে "কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা" (কৃষ্ণের অগ্রজ=বলাই) মুদ্রিত হইত। এই পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত "পত্রাধ্যক্ষ ও সম্পাদক শ্রীবলাইচাঁদ সেনস্য" স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপনে এই মাসিক পত্রের মূল্য শীঘ্র প্রদান করিবার অনুরোধ আছে, "যেহেতু শ্রীশ্রী ৺শারদীয়া পূজা অতি নিকটবর্ত্তী হইতেছে।" ইহা হইতে মনে হয়, 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' ১৮৬০ সনের এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬৭) মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

'জ্ঞানচন্দ্রিকা' পত্রিকার ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা (খণ্ডিত)

কবিতাকুসুমাবলী

'কবিতাকুসুমাবলী' ঢাকার একখানি মাসিক পত্রিকা। ১৮৬০ সনের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮২ শক) ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করেন। ইহা একখানি পদ্যবহুল পত্রিকা ; প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার কলেবর পদ্যেই পরিপূর্ণ ছিল। তৃতীয় সংখ্যা হইতে কিছু কিছু গদ্য ইহাতে স্থান পাইতে থাকে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত "কবিতা আলোচনার আবশ্যক" প্রবন্ধে 'কবিতাকুসুমাবলী'-প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আছে :—"ফলতঃ বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।" * 'কবিতাকুসুমাবলী'র কণ্ঠদেশে যে শ্লোকটি থাকিত, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক :—

সন্তোষয়তু সর্ব্বেষাং সতাং চিত্তমধুব্রতান্।
নানারসসমাকীর্ণা কবিতাকুসুমাবলী ॥

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'কবিতাকুসুমাবলী'তে প্রায়ই পদ্য লিখিতেন।

কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"কবিতাকুসুমাবলী এক বৎসরের অধিক কাল বাঁচিয়া ছিল কি না, আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার সংবাদ অবগত হইতে পারি নাই।" 'কবিতাকুসুমাবলী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—"২০ ভাদ্র বুধবার ১৭৮৩ শক।" এই সংখ্যা হইতে প্রকাশকের বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করা গেল ; ইহা পাঠে অনেক কথা জানা যাইবে :—

> **বিজ্ঞাপন।** কবিতাকুসুমাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। এইক্ষণ অবধি ইহা প্রতিমাসের বিংশতি দিবসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের সমীপস্থ হইবে। যদ্যপি কখন কোন অপ্রতিকার্য্য দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, ভরসা করি এ প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবেক না।
>
> বিগতবর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসে এই পত্রিকা প্রথম জন্মগ্রহণ করত কিছু কাল নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া পশ্চাৎ নানাকারণ বশতঃ কিয়ৎকাল অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। তন্নিবন্ধন গ্রাহকগণমধ্যে অনেকে কবিতাকুসুমাবলীকে সংশয়িতজীবন বোধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় কতিপয় বন্ধু বিশেষ আনুকূল্য করিয়া ইহার জীবন রক্ষণে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন বলিয়াই আমরা ইহার পুনঃপ্রচারণে সাহস করিলাম। এক্ষণে গ্রাহকগণ কিঞ্চিৎ সানুকম্প ব্যবহার করিলেই বোধ হয় আর এই পত্রিকাকে সংশয়িতপ্রাণা হইতে হইবে না।
>
> গতবর্ষে যে প্রণালীতে এতৎ পত্রিকার রচনা কার্য্য সম্পাদন করা গিয়াছে, এবারেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। বিশেষের মধ্যে এই যে প্রথমভাগের মধ্যে মধ্যে গদ্য প্রবন্ধেরও

* 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য'—কেদারনাথ মজুমদার, পৃ. ৩৫৩।

সন্নিবেশ করা যাইত, এবারে সেই নিয়মটী প্রায় অবলম্বন করা যাইবে না। যেহেতু আমাদের গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই কবিতাকুসুমাবলীতে সমধিক কবিতা দর্শনের স্পৃহা রাখেন, এবং সেই স্পৃহা পরিপূরণার্থ আমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়াছেন।

এবার আমরা কবিতাকুসুমাবলীর কায়িক শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে যেরূপ মনস্থ করিয়াছিলাম, অত্রত্য যন্ত্রালয়ের অপরিপূর্ণতা-নিবন্ধন তাহা সম্যক পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলাম না। তথাপি যতদূর পারি, তদনুষ্ঠানে অযত্নপর থাকি না। এক্ষণ অবধি আমরা কবিতাকুসুমাবলীর আর দুইটী পেজ বৃদ্ধি করত তাহাকে সুদৃশ্য আবরণে আবৃত করিয়া গ্রাহকসমীপে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এতদ্বশতঃ আমাদের ব্যয়বাহুল্য হইলেও আমরা সাধারণের সুলভার্থ ইহার মূল্য অধিক নির্দ্ধারণ করিলাম না।

এক্ষণ অবধি প্রদেশমধ্যে যাঁহারা কবিতাকুসুমাবলী গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা ডাক মাস্থল সহ বার্ষিকমূল্য (২।০ টাকা) প্রেরণ না করিলে আর পত্রিকা প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা প্রথমাবধি কুসুমাবলী গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, এতন্নিয়ম অবগত্যর্থ এবারেও তাঁহাদের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইল। যাঁহার২ ইহা গ্রহণে স্পৃহা হয়, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্বেই মূল্য প্রেরণ করিবেন, অন্যথা তাঁহাদের নিকট আর পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

বিদ্যোৎসাহিতা গুণের উপর নির্ভর করিয়া এবারেও কোন২ বিজ্ঞ মহোদয়ের সমীপে বিনা প্রার্থনায় পত্রিকা পাঠান গেল, তাঁহাদের যদ্যপি কাহার গ্রহণেচ্ছা হয়, মূল্য সহ পত্র পাঠাইবেন, রীতিমত পত্রিকা প্রেরণ করা যাইবেক। নতুবা তাঁহারদিগের নিকট কবিতাকুসুমাবলী প্রেরণে ক্ষান্ত হওয়া যাইবে।

কবিতাকুসুমাবলীর স্থানীয় গ্রাহকের সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু তন্মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যাই অনেক। অতএব তাঁহাদিগের সুলভের নিমিত্ত আমরা এই নিয়ম অবধারণ করিতেছি, যে তাঁহারা যদ্যপি কবিতাকুসুমাবলীর বার্ষিক মূল্য প্রদানে একান্তই অশক্ত হয়েন, মাস২ পত্রিকা গ্রহণ করিয়া মাস মাস মাসিক মূল্য ৵১০ আনার হিসাবে মূল্য পরিশোধ করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু যিনি প্রথম মাসের মূল্য দ্বিতীয় মাসে আদায় না করিবেন, তাঁহাকে আর পত্রিকা দেওয়া হইবে না।

পরন্তু বিজ্ঞাপ্য এই যে বিশৃঙ্খলা বিনির্ম্মুক্ত হইবার আশয়ে আমরা জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে কবিতাকুসুমাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচার না করিয়া ভাদ্র মাস হইতে ইহাকে সংখ্যা বিশিষ্ট করিয়া প্রচারিত করিলাম।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।
কবিতাকুসুমাবলী প্রকাশক।

'কবিতাকুসুমাবলী'র পদ্য-রচনার নিদর্শনস্বরূপ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "মঙ্গলাচরণ"টি উদ্ধৃত করা গেল :—

মঙ্গলাচরণ।

হেমন্ত হইলে অন্ত ঋতুকুলেশ্বর,
যতনে সাজান বনস্থলী-কলেবর,
(যেমন প্রণয়ীজন অনুরাগভরে,
প্রিয়া-তনু নানাসাজে অলঙ্কৃত করে।)
হরিতে লাবণ্য যত মানবের মন,
দিয়া নানা-বনরত্ন-কুসুমাভরণ।
অহো বনস্থলী-রূপ হেরি সে সময়,
আনন্দ অর্ণবে ভাসে কার না হৃদয় ?
উপবন-শোভাহর-পুষ্পাজীবদলে,
হরে লয়ে সে সকল ভূষা স্বস্ব বলে ;
নিদয়হৃদয় যথা ভীষ্ম দস্যুগণ,
লুটে অসহায়ারাজ-বালা-আভরণ।
প্রকাশিতে স্ব স্ব শিল্প-চতুরতা-সার।
গাঁথে নানাকৌশলসম্পন্ন চারুহার।
কিন্তু হে বিশ্বরঞ্জিনি ! সে কুসুমাবলী,
কতক্ষণ হেরে নর হয় কুতূহলী ?
কতক্ষণ আর তাহা ফুল্ল ভাব ধরে ?
কতক্ষণ আর তাহা সুবাস বিতরে ?
কতক্ষণ আর তাহা মন মুগ্ধ করে ?
শোভাশূন্য হয়ে পড়ে দণ্ডদুই পরে।
হে ভবরঞ্জিকে ! কবি-হৃদয়-আসনে !
তোমার প্রসাদ-লব্ধ যত কবিগণে,
স্বভাবোপবন হতে করিয়া চয়ন,
কবিতাকুসুমাবলী করে যে গ্রন্থন,
সে হার কি আর মাতঃ ম্লান কভু হয় ?
চিরদিন সমভাবে সম ভাবে রয়।
ভাবুক সজ্জনগণ-মন-মধুকরে,
নানারস-মধুপান সদা তাহে করে।
কিন্তু দেবি, হেন হার করিতে গ্রন্থন
পারে কয়জন বল পারে কয়জন ?
হে সারদে ! তুমি কৃপা করি যেই পুত্রে,
কবিতাকুসুমাবলী কল্পনার সূত্রে ;
শিখাইলে কটাক্ষেতে করিতে গ্রন্থন,
পারে সেই জন মাত্র পারে সেই জন।
বল গো সারদে ! আমি কিরূপে এখন,
কবিতাকুসুমাবলী করিব গ্রন্থন ?
নাই সে কবিত্বশক্তি—যার বলে কবি,
বচনে চিত্রিত করে প্রকৃতির ছবি।
নাই তব কৃপাবল যে বলের বলে,
কবিকুল অনশ্বর অবনীমণ্ডলে।
কল্পনার সূত্র নহে সুদীর্ঘ আমার
কবিতাকুসুমাবলী গাঁথি কি প্রকার ?
এ দাসে কর গো গুণী আপনার গুণে,
কবিতাকুসুমাবলী গাঁথি বিনা গুণে।

'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকার ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—দ্বিতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা।

মনোরঞ্জিকা

১৮৬০ সনের জুন মাসে (আষাঢ় ১২৬৭) ঢাকার বাঙ্গলা যন্ত্রালয় হইতে 'মনোরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

কেদারনাথ মজুমদার ও আরও কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র 'মনোরঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই উক্তির মূলে কোন সত্য নাই। 'মনোরঞ্জিকা' প্রকাশের এক মাস পূর্ব্বে (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮২ শক) হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে 'কবিতাকুসুমাবলী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; এই কাগজখানিকেই ঢাকার সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র বলা উচিত। 'মনোরঞ্জিকা' যে ১২৬৭ সালের আষাঢ় (জুন ১৮৬০) মাসে প্রকাশিত হয়, তাহা 'সোমপ্রকাশ' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে স্পষ্ট জানা যাইবে:—

> মনোরঞ্জিকা।—বর্ত্তমান আষাঢ় মাস অবধি ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয় হইতে মনোরঞ্জিকা নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবকসম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ত্তাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকেরা উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা ভূমিকা মধ্যে লিখিয়াছেন "পরাপবাদ ও পরদোষ কীর্ত্তন করিয়া পত্রিকা খানি কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিবেন না"। তাঁহারা যদি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত না হইয়া ঈদৃশ সদর্থ ও মহোপকারক বিষয় দ্বারা পত্র পরিপূরিত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পত্রিকার মনোরঞ্জিকা এই নাম অন্বর্থ হইবে সন্দেহ নাই।—'সোমপ্রকাশ,' ২০ আষাঢ় ১২৬৭, ২ জুলাই ১৮৬০।

মনোহর

'মনোহর' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহা জোড়াসাঁকো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত; সম্পাদক ছিলেন—উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইহার "২য় ভাগ, ১৯ সংখ্যা"র তারিখ—২৫এ নবেম্বর, ১৮৬১। অর্থাৎ 'মনোহর' পত্রের ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১০ই জুন ১৮৬১ (২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৮)। ইহা হইতে মনে হয়, কাগজখানি ১৮৬০ সনের জুন মাসে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

'মনোহর' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—২য় ভাগ, ১৯-২২ সংখ্যা।

নবব্যবহার সংহিতা

ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকীল রামচন্দ্র ভৌমিক আইন-কানুন সংক্রান্ত একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছুক হইয়া ১৮৬০ সনের আগষ্ট মাসে ইহার অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করেন। এই অনুষ্ঠান-পত্র পাইয়া 'সোমপ্রকাশ' লেখেন:—

> ঢাকার সদর আমীনের অন্যতর উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক প্রতিমাস-প্রকাশিত গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে নানাবিধ আইন ও সরকুলর অর্ডর প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার

সংহিতা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহার অনুষ্ঠান পত্র প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দিলে ৪, অন্যথা ৫ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।—'সোমপ্রকাশ,' ১২ ভাদ্র, ১২৬৭। ২৭ আগষ্ট, ১৮৬০।

১২৬৭ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট ১৮৬০) নবব্যবহার সংহিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ :—

ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে নবব্যবহারসংহিতা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।—'সোমপ্রকাশ', ২৬ ভাদ্র ১২৬৭। ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

১৮৬২ সনের ১৪ই এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৬৯) তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পাঠে 'নবব্যবহার সংহিতা' সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ জানা গিয়াছে। এই তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।

প্রতি মাসের গবর্ণমেণ্টের গেজেটে যে সকল আইন ও সরক্যুলর অর্ডর এবং রাজকীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তত্তাবতের অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া 'নবব্যবহার সংহিতা নাম' পত্রিকাকারে প্রতি পক্ষে, প্রতি মাসে আমি প্রকাশ করিতেছি এবং অনতিবিলম্বে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিতেও অঙ্গীকৃত হইয়াছি। আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশ করিবার একাধিকারী হইবার জন্য ১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্টরী করিয়াছি। যখন আমি সাধারণের রাজ নিয়ম শিক্ষার এক নূতন উপায় ও সুবিধা সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্টরী করিয়াছি তখন আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ পত্রিকাকারে প্রচার করিতে কেবল আমি একাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব গবর্ণমেণ্টের আদেশঅনুযায়ি কার্য্যকরণার্থ সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে অন্য কেহ যেন তিন মাসের প্রকাশিত সমুদায় আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ শ্রেণী পূর্ব্বক পত্রিকাকারে প্রচার না করেন। যদি কেহ তাহা করেন তবে তিনি আমার ক্ষতি পূরণের দায়ী হইবেন।

শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক
ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকীল।

রাজপুর পত্রিকা

'রাজপুর পত্রিকা' নামে একখানি সাময়িক-পত্র ১৮৬০ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা খুব সম্ভব মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ২৪ সেপ্টেম্বর (১৮৬০) তারিখে লেখেন :—

এ সপ্তাহেও এক খানি নূতন গ্রন্থ ও এক খানি নূতন পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।...

> পত্রিকাখানির নাম রাজপুর পত্রিকা। ইহা…আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বটে কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া আমরা বিরক্তচিত্ত হই নাই। ইহা যথার্থ বাঙ্গলা ভাষার রীতিতে প্রণীত হইয়াছে। বাঙ্গলাভাষার বিশুদ্ধ রীতিতে লিখিত বলিয়া কোন স্থানে অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত জন্মে নাই। অনেক বাঙ্গলা পত্রিকা ও গ্রন্থে এ গুণ দুর্লভ। ইহাতে কয়েকটি বিশেষ দোষ লক্ষিত হইল। কিন্তু পত্রিকা প্রচারয়িতাদিগের প্রথম আরম্ভ বলিয়া তাহা ধর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের দেশের যেরূপ রীতি আছে, প্রাথমিক অনুরাগ দীর্ঘতরকালস্থায়ী হয় না। উক্ত পত্রিকা সম্পাদয়িতারা যদি সেইরূপ বীতরাগ ও শিথিলযত্ন না হন, আমাদিগের বোধ হইতেছে, ইহার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইবেন।

বিজ্ঞান কৌমুদী

'বিজ্ঞান কৌমুদী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬০ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। জগমোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৬০ সনের ১৪ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১২৬৭) 'সোমপ্রকাশ' এই পত্রিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

> বিজ্ঞান কৌমুদী নামে একখানি নূতন পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাই এতৎপত্র প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য অন্য বিষয়ও ইহাতে লিখিত দৃষ্ট হইল। প্রথম বারের পত্রে যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে, আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সকলগুলিই শ্রেয়স্কর। এতৎ পাঠে পাঠকগণের সবিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে।…

১৮৬০ সালে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আরও দুইখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ মজুমদার প্রথম বর্ষের 'কবিতাকুসুমাবলী' (১৮৬০-৬১) হইতে এগুলির নামধাম সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম বর্ষের 'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকার সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করিতে না পারায় আমরা মজুমদার-মহাশয়ের গ্রন্থের ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩৬৫-৬৭) সাহায্যে এই দুইখানি মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।—

ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী

এই পত্রিকাখানি ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে মাসে মাসে প্রকাশিত হইত। পত্রিকা-সম্পাদক ছিলেন—বিক্রমপুর দুধুরিয়া-নিবাসী কৈলাশচন্দ্র সরকার। ১২৬৭ সালের শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে 'ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী' প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিক্রমপুর—কুকুটীয়া সংস্কারসংশোধিনী

বিক্রমপুরান্তর্গত কুকুটীয়াস্থ জ্ঞানমিহির বিকাশিনী সভা হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রচারিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—কুকুটীয়া মধ্য-বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ সরকার। 'ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী' পত্রিকার পরে 'কুকুটীয়া সংস্কারসংশোধিনী' প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে আমি আর একটু সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। পত্রিকাখানি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১২৭৪ সালের চৈত্র সংখ্যা 'পল্লী-বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি পত্রে প্রকাশ :—

> কিয়দ্দিবস বিগত হইল বিক্রমপুর হইতে "সংস্কার সংশোধিনী" নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল, তাহা প্রকাশকগণের শৈথিল্যে এবং নানাবিধ অন্তরায়ে বর্ষেক গত না হইতে হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।......ভাগ্যকুলনিবাসী জমীদার শ্রীযুত প্রেমচান্দ রায় চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণের পক্ষে শ্রীজগন্নাথ সরকার। ১৮৬৮ ইং ৩রা এপ্রিল।

ঢাকাপ্রকাশ

১৮৬১ সনের মার্চ মাসে 'সোমপ্রকাশে'র অনুকরণে ঢাকা হইতে 'ঢাকাপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সপ্তম সংখ্যার তারিখ—৭ই বৈশাখ ১২৬৮, বৃহস্পতিবার। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, 'ঢাকাপ্রকাশে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৫এ ফাল্গুন ১২৬৭ (৭ই মার্চ ১৮৬১), বৃহস্পতিবার।

৭ বৈশাখ ১৩৩১ (৭০ ভাগ, ১ম সংখ্যা) তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশে' তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "ঢাকাপ্রকাশের জীবনকথা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের অন্তর্গত 'ঢাকাপ্রকাশে'র "পূর্ব্ববিবরণ" অংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল :—

> ঢাকাপ্রকাশের জন্ম ও বাল্যজীবন।—পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম সাময়িক পত্র মাসিক 'মনোরঞ্জিকা' তুলিয়া দিয়া উহার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গ একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং তাহারই ফলে বিগত ১২৬৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন [ইহা মুদ্রাকরপ্রমাদ, ২৫এ ফাল্গুন হইবে] বৃহস্পতিবার ঢাকাপ্রকাশ জন্ম গ্রহণ করে।...ঢাকাপ্রকাশ প্রথমে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইত, এবং উহা 'গুরুবার' বলিয়া পত্রিকায় মুদ্রিত আছে; ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই ৺মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্রিকার অঙ্কে মজুমদার মহাশয়ের নাম প্রকাশকরূপে পরিদৃষ্ট হয়, গাঙ্গুলী মহাশয়ের নাম কোথায়ও দেখা যায় না; ইহা হইতে বুঝা যায়, সে সময় সম্পাদকের নামেই পত্রিকা প্রকাশিত হইত, এবং মজুমদার মহাশয়ই মূল সম্পাদক ছিলেন। প্রথম বৎসর

পত্রিকা রয়েল চারি পেজী ফর্ম্মার ২ ফর্ম্মা বা ৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইত, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল 'ডাকমাশুল সমেত ৫৲ টাকা'। প্রথমাবধিই ঢাকাপ্রকাশ

'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'

এই ঋষিবাক্য সাধনমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; আজিও তাহা অব্যাহতই আছে, কেবল বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক মহাশয় উহার সহিত চরণের অপরার্দ্ধ

'প্রসাদাদিহ ধূর্জ্জটেঃ'

যোগ করিয়াছেন মাত্র।

দ্বিতীয় বৎসরে ঢাকাপ্রকাশের কলেবর পুষ্ট হইয়া ৩ ফর্ম্মা বা ১২ পৃষ্ঠায় পরিণত হয়, এবং তখন উহার মূল্যও 'ডাক মাশুল সমেত ৮৲ টাকা' নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকগণের মধ্যে অনেকেই নব প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সমর্থক ছিলেন; কাযেই প্রথমাবধি ঢাকাপ্রকাশে এই ধর্ম্মমত মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। চতুর্থ বৎসরের ২২ সংখ্যা পর্য্যন্ত ঢাকাপ্রকাশ ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদকতায়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় বালিয়াটীনিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী 'ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র' নামে ঢাকাতে আর একটি মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করেন, এবং মজুমদার মহাশয় ঢাকাপ্রকাশের কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া ঐ মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় 'বিজ্ঞাপনী' নামে অপর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারে যত্নবান্ হন।...

মজুমদার মহাশয় ঢাকাপ্রকাশের কার্য্যভার ত্যাগ করিলে, তদানীন্তন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক এবং পরবর্ত্তী স্কুল ইনস্পেক্টার বাবু দীননাথ সেন [ঢাকা শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক] উহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, এবং ২৩ হইতে ৩৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত ঢাকাপ্রকাশ তাঁহার সম্পাদকতায়ই প্রকাশিত হয়; এই কয় সংখ্যায় সেন মহাশয়ের নাম প্রকাশক রূপে মুদ্রিত আছে। এই ২৩ সংখ্যা হইতে পত্রিকা গুরুবারের পরিবর্ত্তে শুক্রবার বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ৩৭ সংখ্যায় প্রকাশক রূপে জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর নাম মুদ্রিত দেখা যায়; কিন্তু ৩৮ সংখ্যা হইতে ৺ গোবিন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করায়, ৪র্থ বর্ষের বাকী কয় সংখ্যা তাঁহার নামেই প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম বর্ষে বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকার তত্ত্বাবধায়করূপে পরিচিত হন, এবং প্রিণ্টার প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্ত্তৃক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পঞ্চম বর্ষ হইতেই পত্রিকাপ্রকাশের দিন শুক্রবার পুনরায় পরিবর্ত্তন করিয়া রবিবার করা হয়; সেই হইতে এ পর্য্যন্ত রবিবারই ঢাকাপ্রকাশ যথারীতি প্রকাশিত হইতেছে।

উপরিউদ্ধৃত অংশে প্রকাশ, ৪র্থ বৎসরের ২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'ঢাকাপ্রকাশ' সম্পাদন করেন। এই উক্তি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। সম্পাদকীয় দায়িত্ব মজুমদার মহাশয়ের উপর ছিল না। 'ঢাকাপ্রকাশে'র ৪র্থ বৎসর ২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার নাম "প্রকাশক"রূপেই পাওয়া যায়। যিনি সম্পাদক ছিলেন, তিনি 'ঢাকাপ্রকাশে'র দ্বিতীয় বর্ষের শেষাশেষি কর্ম্মচ্যুত হন। তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির কারণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ দুইটি হইতে জানা যাইবে :—

বিবিধ সংবাদ।—৩রা অগ্রহায়ণ সোমবার। আমরা [১২৬৯ সন] ২৮এ কার্ত্তিকের ঢাকাপ্রকাশ দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। এই পত্র যাঁহাদিগের সম্পত্তি, তাঁহারা নিতান্ত কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বতন সম্পাদক তত্রত্য দেশহিতৈষিণী সভার যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্রত্য নব্য সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তির অসারবৎ ব্যবহারের বিষয় লিখিত হইয়াছিল। এই অপরাধে অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। সম্পাদক কি মিথ্যা কথা লিখিয়াছিলেন? ঢাকাপ্রকাশ আমাদিগের হস্তে আসিবার পূর্ব্বে আমরা ঐ সম্বাদ পাইয়াছিলাম, কেবল ঢাকানিউসে বিপরীত বৃত্তান্ত প্রকাশ হওয়াতে আমরা তাহা প্রকাশ করি নাই। অধ্যক্ষেরা স্বার্থের অনুরোধে অথবা অন্যবিধ অনুরোধে যখন ন্যায্যপথ পরিত্যাগ করিলেন, তখন ঢাকাপ্রকাশ হইতে যে উপকার লাভের সম্ভাবনা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমরা হতাশ হইলাম। অধ্যক্ষেরা বিনা পক্ষপাতে বলুন দেখি ব্রজসুন্দর ও কাশী [ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়?] বাবুর ব্যবহার তাঁহাদিগের যোগ্য হইয়াছে কি না? —'সোমপ্রকাশ', ২৪ নবেম্বর ১৮৬২।

ঢাকাপ্রকাশের পদচ্যুত সম্পাদক আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া এক পত্র বার্ত্তা প্রকাশিকায় মুদ্রিত করিয়াছেন। এ পত্র প্রকাশ করা ভাল হয় নাই। সকলেই দেশহিতৈষিণী সভাকে পূর্ব্বেই চিনিয়াছেন।—'সোমপ্রকাশ,' ১ ডিসেম্বর ১৮৬২।

এই পদচ্যুত সম্পাদক কে, জানা গেল না। ইনি কি মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়?

'ঢাকাপ্রকাশে'র ৫ম বর্ষের কোন্ সময় হইতে পত্রিকা-প্রকাশের ভার প্রসন্নকুমার ভৌমিকের উপর পড়ে, তাহার আভাস ১৮৬৫ সনের ৩রা নবেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া যাইবে:—

> সোমপ্রকাশের ন্যায় ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদকের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ঢাকাপ্রকাশ এতদিন শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছিল, এক্ষণ অবধি প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রচারিত হইবে এবং শুক্রবারের পরিবর্ত্তে রবিবার প্রকাশের নিয়ম হইয়াছে। আজিকাল সম্পাদকদিগের নাম পরিবর্ত্তন একটী অভ্যাস হইয়া উঠিল। এখন আর সাধ্যপক্ষে কেহ আপনার উপর ঝোঁক রাখিতে চাহেন না। এ উপায় মন্দ নয়!

'ঢাকাপ্রকাশ' এখনও বাঁচিয়া আছে।

'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

ঢাকাপ্রকাশ-কার্য্যালয়:—১ম বর্ষ (১ম—৬ষ্ঠ সংখ্যা বাদে), তৃতীয় ও ৬ষ্ঠ বর্ষ।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—১ম বর্ষের ২৯শ সংখ্যা।

বঙ্গ হিতার্থিনী

১৮৬১ সনের মে মাসে (বৈশাখ ১২৬৮?) 'বঙ্গ হিতার্থিনী' নামে একখানি নূতন পত্রিকা—খুব সম্ভব সাপ্তাহিক—প্রকাশিত হয়। ২০ মে ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

বিবিধ সংবাদ।—...বঙ্গ হিতার্থিনী নামে এক খানি নূতন পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত।

ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র

১২৬৮ সালের জ্যৈষ্ঠ (মে, ১৮৬১) মাস হইতে 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র' নামে একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র রত্নাবলীর মর্ম্মানুবাদক তারকচন্দ্র চূড়ামণির সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ১৮৬১ সনের ১লা জুলাই 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র নামে একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চূড়ামণি ইহার সম্পাদক। ইহাতে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় সকল সবিস্তর লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদক অত্রত্য কতিপয় প্রধান ও ধনবান লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্দারাই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহার মূল্যগ্রহণ রীতি করা হয় নাই। সম্পাদক ইহা বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সাহায্যদান করিয়াছেন এবং যত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য তারক চূড়ামণির কৃত বিজ্ঞাপন অবিকল গ্রহণ করিলাম।

"বিজ্ঞাপন—নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রে সাহায্য করিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২৫০
" রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২৫০
" রাজা কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর }	১৫০
" রাজা কমলকৃষ্ণ দেববাহাদুর }	
" কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়	৫০০
" যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১০০
" অভয়াচরণ গুহ	৫০
" রমানাথ ঠাকুর	৫০
মোং	১৩৫০

এক সহস্র তিন শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

শ্রীতারকচন্দ্র চূড়ামণি সম্পাদক।"

* * *

সম্পাদক যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় সকল সংগ্রহ করিতেছেন। এবম্বিধ বিষয়ের অনুশীলন এখন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এতাদৃশ বিষয়ের অনুশীলন ব্যতিরেকে দেশের শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবিত নহে। উক্ত পত্র খানি উত্তম অক্ষরে ও উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইতেছে, পাঠ করিয়া পাঠকগণ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই। গুণ বিচার কালে আমাদিগের লেখনী যেমন অগ্রসর হয়, দোষ বিচার কালে সেরূপ হয় না, দোষ বিচার করিয়া নূতন লেখকের উৎসাহ ভঙ্গ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু একটী দোষের উল্লেখ না করিয়া মৌনাবলম্বন বিধেয় হইতেছে না। আমরা উক্ত সম্পাদক ও তাঁহার পাঠকগণের উপকারার্থ ই সেই দোষোল্লেখরূপ অপ্রিয় কার্য্য স্বীকার করিলাম। উক্ত পত্রের রচনায় প্রসাদ গুণের অল্পতা দৃষ্ট হইল। সম্পাদক তৎসংশোধনে যত্নবান হউন, এই আমাদিগের আশংসনীয়।

'ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্রে'র ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম বর্ষের ১২শ সংখ্যা।

পরিদর্শক

১৮৬১ সনের জুলাই (?) মাসে 'পরিদর্শক' নামে একখানি দৈনিক পত্র জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহার আবির্ভাব সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ২২ জুলাই ১৮৬১ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

পরিদর্শক নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী এতৎ সম্পাদন ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। নূতন বলিয়া এক্ষণে আমরা এতদ্বিষয়ে আপনাদিগের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে অভিলাষী নহি। এখন ইহার প্রশংসা স্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার রীতিক্রমে ইহার রচনা হইতেছে। এখন এ গুণও পরম দুর্লভ জ্ঞান হয়।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (১৭৮৩ শক, আষাঢ়, পৃ. ৫৯) এই দৈনিক পত্রখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ লেখেন :—

পরিদর্শক।—এক খানি যথাবিহিত দৈনিক পত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুব্ধ ছিলাম ; পরিদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালিসমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্ব্বে অন্যান্য বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনটন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যত দূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ ; তন্নিমিত্ত আমরা পরিদর্শকসম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।

'পরিদর্শক' পত্রের অনটনের উল্লেখ করিয়াই কালীপ্রসন্ন ক্ষান্ত হন নাই ; সে অনটন দূর করিবার জন্য শেষে তিনিই অগ্রসর হইলেন। ১৮৬২ সনের ১৪ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯) হইতে কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' পত্রের সম্পাদক হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে পত্রের কলেবরও

বৃদ্ধি পাইল। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ ভাষার ইতিহাস' (পৃ. ৮৬) পুস্তক হইতে জানা যায়, 'পরিদর্শক'-সম্পাদনে কালীপ্রসন্নের সহকারী ছিলেন—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। 'পরিদর্শকে'র এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ২৪ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন,—

পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি।—এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটীই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যেরূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্পব্যয়সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েক খানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদায় গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সম্বাদাদির বিষয়ে আমরা কিছু অপরিতৃপ্ত আছি। এবিষয়ে সাপ্তাহিক পত্রের ন্যায় পরিদর্শক যে পরোচ্ছিষ্ট গ্রাহী হন, ইহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। সম্পাদক মফস্বলে ও হাইকোর্ট প্রভৃতি স্থানে সম্বাদ সংগ্রহার্থ লোক নিয়োজিত করুন, এই আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ। প্রথম দিবসের পরিদর্শকের প্রথম প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, সম্পাদক সেইটী স্মরণ করিয়া কার্য্য করেন, এই আমাদিগের বাসনা। তাহা হইলে কেবল যে আমরা পরিতোষ লাভ করিব এরূপ নয়, বঙ্গদেশের মুখও উজ্জ্বল হইবে।

"অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক সংবাদ পত্রের তাদৃশ সমাদর করেন না, অনেকে ইহার ফলোপধায়কতার বিষয়ও অবগত নহেন। যাহারা ইংরাজী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যদিও সংবাদ পত্র পাঠে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইংরাজী পত্র পাঠেই তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি হয়। ইংরাজী পত্র না পাইলেও তাঁহাদিগের বাঙ্গলা পত্র পাঠ করিতে ভক্তি জন্মে না। তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের অধিকাংশই অসার ও অকর্ম্মণ্য, কেহ কেহ ইংরাজী পত্র হইতে এক মাসের পুরাতন সংবাদ অনুবাদ করিয়া কাগজ পূর্ণ করিয়া থাকেন, কোন কোন বাঙ্গলা সংবাদ পত্র কোন একখানি ইংরাজী পত্রের কিয়দংশের অনুবাদ মাত্র বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কোন কোন সম্পাদক হিতৈষিতা বিস্মৃত হইয়া কেবল পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনেই ব্যাপৃত আছেন। ইংরাজী পত্রের মুখপ্রেক্ষী নহে এরূপ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রই নাই। বিশেষতঃ ইংরাজি পত্রের যত দূর সংবাদ সংগ্রহ ও যতদূর সুবিধা হয়, বাঙ্গালা পত্রের তত দূর সংবাদ সংগ্রহ ও সুবিধা হইবার উপায় নাই, ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ অধিকাংশ ব্যক্তিই উক্ত কারণে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রপাঠে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন

করেন না। ফলতঃ ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ বাঙ্গালিদিগের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার সমুদায়ই ইংরাজ জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইংরাজেরা কোন বস্তু বা ব্যাপারকে নিতান্ত দূষণীয় অথবা আদরণীয় বিবেচনা করেন, হয় ত আমরা দেশ ও অবস্থা ভেদে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিবেচনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ অমুক জাহাজ অমুক স্থানে আসিয়াছে অমুক দিন অমুক জাহাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবে, ইংরাজী পত্রে এই সমস্ত পাঠ করিয়া ইংরাজের উপকার হয় বটে কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালির কি উপকার হইতে পারে? ফলতঃ বাঙ্গালা পত্রে বাঙ্গালির উপযোগী যত উত্তম উত্তম বিষয় প্রকাশিত হয়, ইংরাজি পত্রে তত দূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগের ন্যায় বাঙ্গালির রীতি নীতি ও প্রকৃতি অবগত নহেন সুতরাং দেশহিতৈষী বাঙ্গালি সম্পাদক বাঙ্গালিদিগের মন যত শীঘ্র আবর্জ্জিত করিয়া সৎপথে স্থাপন করিতে পারেন ইংরাজেরা তত শীঘ্র পারিয়া উঠেন না। বিশেষতঃ যে ভাষা সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে, সেই ভাষাতেই সংবাদ পত্র প্রচার করা উচিত, কারণ কোন একটী হিতকর প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সাধারণে তাহা অবিলম্বে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দোষগুণ বিচার করিতে পারেন। অধুনা বঙ্গদেশে যে কয়েকখানি বাঙ্গালা পত্র প্রচার হইতেছে প্রায় তৎসমুদায়েরই অবয়ব ক্ষুদ্র সুতরাং তাহাতে সংবাদ পত্রের উপযোগী সমুদায় বিষয় প্রকাশিত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই কারণে আমরা এই পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম। বাঙ্গালিদিগের উপযোগী যে সকল বিষয় অন্যান্য ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পত্রে প্রকাশ হইয়া উঠিত না তাহাও ইহাতে প্রচারিত হইবেক। যে সকল কারণে বাঙ্গালা পত্রে সাধারণের অনাস্থা জন্মিয়াছে, যাহাতে সেই সকল কারণ সম্পূর্ণ রূপে অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ব্বক সত্য পথ হইতে বিচলিত হইব না, যাহাতে কোন বিষয়ের অতিবর্ণন না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব, যদিও পৃথিবীর কোন মনুষ্যই পক্ষপাতের হাত এড়াইতে পারেন না তথাপি আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ব্বক কখন পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হইব না। যাহাতে দেশের কুসংস্কাররাশি নিরাকৃত হয় তদ্বিষয়ে নিয়ত নিযুক্ত থাকিব, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, অজ্ঞানান্ধ ভ্রাতৃগণকে জ্ঞাননেত্র প্রদান করা, পরাপকারি ও প্রজাপীড়ক দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ এই সমস্ত কার্য্যই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা পাঠকদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহি, আমরা শিশুকাল হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যার পর নাই সেবা করিতেছি, পরন্তু তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে এক্ষণে এই মাত্র প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে যদ্যপি দেশহিতৈষী মহাশয়গণ আমাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে অধিক কাল বিলম্ব হইবে না।"

কিন্তু কয়েক মাস যাইতে-না-যাইতেই কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮৬৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন :—

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল। সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্যতর বলিয়া উপন্যস্ত হইয়াছে। ইংরাজী সমাচার পত্রাদির ন্যায় সমাচার পত্র পাঠের মর্ম্মজ্ঞ ও তৎপাঠে অনুরক্ত লোক বাঙ্গালিদিগের মধ্যে আজিও অধিক হন নাই যথার্থ বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাঁহাদিগের স্কন্ধে সম্পূর্ণ দোষক্ষেপ কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালিদিগের দিন দিন পাঠ ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু সেই বুভুক্ষার অনুরূপ ভোজ্য লাভ না হওয়াতে তাহার আবার মান্দ্য হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ আমাদিগের সংস্কার এইরূপ, সম্পাদকদিগের যথারীতি পত্র সম্পাদন ক্ষমতা বিরহ বাঙ্গলা সমাচার পত্রের উন্নতির সমধিক প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। ভাল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলে কাহার তাহাতে লোভ না জন্মে? ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন, এখন এরূপ অনেক লোক হইয়াছেন। আমরা সম্পাদকের একটী সক্ষোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদৃশ দেশহিতৈষী উদারস্বভাব ব্যক্তিরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে? যে যেরূপ ব্যবহার করুক না কেন? সম্মুখে যত কেন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হউক না, সমুদায় অতিক্রম করিয়া সৎকর্ম্মসাধন করিব, মহতের এইরূপ মহতী প্রতিজ্ঞা চাই। অল্পে ভগ্নোৎসাহ হওয়া আমাদিগের একটী নৈসর্গিক দোষ, তাহাতেই এদেশের উন্নতি এত পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়াছে।

দৈনিক 'পরিদর্শক' পত্রের তিরোধানের আট বৎসর পরে আমরা 'সাপ্তাহিক পরিদর্শক' প্রকাশের সংবাদ পাই। ১৮৭২, ৮ই মে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' লিখিয়াছিলেন:—

We have received the second number of the *Saptahik Paridarshak*...

'পরিদর্শক' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—প্রথম বর্ষের ১২২ ও ১৩৫ সংখ্যা। এই দুই সংখ্যার তারিখ যথাক্রমে ১৩ই ও ২৮এ ডিসেম্বর ১৮৬১।

সুধাকর

'সুধাকর' নামে একখানি সমাচার-পত্র খুব সম্ভব, ১৮৬১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ সনের ৬ই জানুয়ারি তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন:—

'সুধাকর' অন্য অন্য অনেক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের ন্যায় কেবল সামান্য বিষয় দ্বারা পরিপূরিত না হইয়া, মহার্থ বিষয় সকলকে স্বহৃদয়ে স্থান দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; ক্রমশঃ ইহার লিপি-নৈপুণ্যও দৃষ্ট হইতেছে।

'সুধাকর' সাপ্তাহিক পত্র ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার পরিচালক ছিলেন—মথুরানাথ তর্কভূষণ।

ফরিদপুর দর্পণ

১৮৬১ সনের ৩রা অক্টোবর 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রে 'ফরিদপুর দর্পণ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

বিজ্ঞাপন।—আমরা কতিপয় দেশহিতৈষী ব্যক্তির সাহায্যে 'ফরিদপুর দর্পণ' নামক একখানি পাক্ষিক সম্বাদপত্র প্রচার করিতে ইচ্ছা করি।

পত্রিকা খানির আয়তন ঢাকাপ্রকাশ অপেক্ষা বড় ন্যূন হইবে না।

বার্ষিক মূল্য প্রায় ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে। ভরসা করি বিদ্যোৎসাহি স্বদেশহিতৈষি মহাশয়গণ স্ব২ নাম ও অভিপ্রায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানাইলেই আমরা একান্ত উপকৃত হইব। বিস্তারিত বিবরণ অনুষ্ঠান পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

১৭ আশ্বিন ১২৬৮ সাল। শ্রীআলাহেদাদ খাঁ
বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর।
জেলা ফরিদপুর।

'ফরিদপুর দর্পণ' শেষ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি-না, এখনও জানিতে পারি নাই।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

এই পত্রখানি খুব সম্ভব, ১৮৬১ সনের শেষাশেষি প্রকাশিত হয়। 'রসরাজে'র সহিত প্রতিযোগিতা করাই ইহার উদ্দেশ্য। ১৮৬২, ৯ই জুনের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ—

বিবিধ সংবাদ।—২৬এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার। পাঠকবর্গ এই সোমপ্রকাশেই দেখিয়াছেন 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে এক খানি জঘন্য সমাচার পত্র হইয়াছিল। রসরাজের সহিত প্রতি-যোগিতা করাই উহার উদ্দেশ্য। উহার গুণ রসরাজের অপেক্ষা ন্যূন নহে। আমরা শুনিলাম রসরাজ সম্পাদকের ন্যায় উহারও সম্পাদক শ্রীঘরবাসী হইয়াছেন। অবিনয়ের ফল ভোগ কে নিবারণ করিবে। আমরা পূর্ব্বে সাবধান করিয়াছিলাম।

'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' সম্ভবতঃ সাপ্তাহিক পত্র ছিল।

শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তিকৌমুদী পত্রিকা

১২৬৮ সালের (১৮৬১ সন) একখানি সাময়িক পত্র দেখিয়াছি। পত্রিকাখানি কলুটোলার শ্রীচৈতন্যসভার মুখপত্র; ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

কলুটোলাস্থ শ্রীচৈতন্যসভা সম্বন্ধিনী

শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তিকৌমুদী পত্রিকা

—*—

শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ দাস পণ্ডিত বাবাজি

উপদেশক।

ভগবদ্গুণানুশীলনমথ সজ্জনসঙ্গমোহথ সদ্যুক্তিঃ।

এতৎ সর্ব্বং লভতে চৈতন্যসভাপ্রবেশভাগ্যেন॥

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক

ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৬৮ সাল।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ এই পত্রিকার শেষাংশটি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে; রামমোহন রায়ের চরিতকারের নিকট এই সংবাদের মূল্য আছে :—

... কেহ মায়াবাদ মোহে বিষ্ণুভক্তির বাধা দেয়। কেহ তাহাদের প্রতি দ্বেষবশে বেদান্তশাস্ত্রের দ্বেষ করে। বস্তুতঃ বেদান্ত প্রতিপাদিত অদ্বিতীয় দেবতাভক্তি যাহা সংন্যসকৃৎ চৈতন্যের নিতান্ত সম্মত তাহা যে পর্য্যন্ত লোকে অবিদিত থাকে তদবধি সুমতি কোথায়? একারণ ভক্তি শাস্ত্রগণের বেদান্ত সম্মত ব্যাখ্যা প্রচার নিমিত্তে প্রভু শ্রীযুক্ত ৺উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের আবির্ভাব করেন। উক্ত মুনি বেদান্ত সম্মত ভক্তিব্যাখ্যা নিমিত্তে বৈদান্তিক সভামধ্যে (ব্রাহ্মসমাজে) ব্যাখ্যাতৃত্ব পদ গ্রহণ করেন। অপরঞ্চ বৈষ্ণবগণের হর্ষ প্রকর্ষদায়িনী ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধিনী সভা লোকে প্রচারিত হউক ইত্যাশয়ে সাত্বতসভা প্রবন্ধ চিন্তনাদি তপস্যা করেন। সেই মহাত্মার অতুল্য তনয় ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাদি সিংহ হইয়া কুতর্ক বাদিগণের দুর্ব্বাদ সমস্তকে নিজ উজ্জ্বল বিচার দ্বারা নিরস্ত করেন। শ্রীযুক্ত ৺বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ভক্তিশাস্ত্র সভার উন্নতি সাধনার্থে তপশ্চর্য্যা করেন তাঁহার পরিচর্য্যা পরায়ণা পদ্মনাম্নী বিষ্ণুভক্তি পরায়ণা স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন। পরে বিষ্ণুর প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া সেই বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর বরদেবতা অষ্টাদশ [১৯শ?] শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে আমাকে উৎপন্ন করিলেন। পরে আমাকে ভক্তি শাস্ত্রগণের বেদান্ত অবিরুদ্ধ বিশুদ্ধ ব্যাখ্যান দ্বারা লোক হিত সাধনোদ্দেশে শিক্ষা প্রদান করেন। সেই মহাপুণ্য ব্যাখ্যান বিষয়ে শ্রীমান্ রসিকলাল শর্ম্মা ও শ্রীমান্ আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা ইহাদিগের নিয়োগে তাহা বর্ণনা

করিলাম। পরে মহান্ত শ্যাম অধিকারী আমাকে বিষ্ণু সখী নাম্নী কন্যা বৈষ্ণব বিধানে প্রদান করেন। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব পুত্র কামনাতে বৈষ্ণব বিধানে বৈষ্ণবী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সভাধ্যক্ষ তোতারাম বাবাজীর প্রেরণাতে উক্ত ব্যাখ্যান বর্ণনা করিলাম। নীলমাধব হালদার প্রভৃতি মহাত্মা দ্বিজগণ তদর্থে সম্মান করিয়াছেন। পরে শ্রীমান্ কালীদাস ধর, মধুসূদন পাইন, রামসেবক মল্লিক, নকুড়চন্দ্র শীল প্রভৃতি বণিঙ্-মণ্ডলী আমাকে চৈতন্যচরিত ব্যাখ্যাবিষয়ে ভক্তিপূর্ব্বক অধ্যেষণা করেন অতঃপর সর্ব্ববেদান্ত সম্মত চৈতন্যচরিত ব্যাখ্যা করণাশয়ে প্রথমত সংক্ষেপ সূচনা করিলাম।...—পৃ. ৫৭-৫৮।

গদ্যপ্রসূন। গদ্য মাসিক।

কেদারনাথ মজুমদার পূর্ব্ববঙ্গের আরও দুইখানি মাসিক পত্রিকার নাম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন (পৃ. ৩৬৭) :—

'গদ্যপ্রসূন'—ঢাকা সূত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকা খানা বাহির করেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে 'মনোরঞ্জিকা' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। মনোরঞ্জিকা উঠিয়া গেলে গদ্যপ্রসূন বাহির করেন। ইনি মধ্যে বিদ্যাধর দাসের সহিত 'গদ্য মাসিক' নামেও এক খানা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন।

এই দুইখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬১ সনে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

বিশ্বমনোরঞ্জন

১২৬৮ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৬২) মাস হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে ধনসিন্ধু যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের কথা ১৮৬২ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি (৩ ফাল্গুন ১২৬৮) তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশ' পাঠে জানা যায়। 'ঢাকাপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

নূতন পত্রিকা। অল্পদিন হইল, মুরশিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে একটী বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। বিগত মাঘ মাসাবধি তাহাতে 'বিশ্ব মনোরঞ্জন' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে। তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন—নবকিশোর সেন।

ভারতরঞ্জন

১৮৬২ সনের জানুয়ারি মাসে আজিমগঞ্জে ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' প্রকাশিত হয়, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। ওয়েঞ্জার লিখিয়াছেন, এই 'বিশ্বমনোরঞ্জন'

১৮৬৪ সনে 'ভারতরঞ্জন' নামে ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে বাহির হয়; 'বিশ্বমনোরঞ্জন' ও 'ভারতরঞ্জন'—উভয় পত্রেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন—নবকিশোর সেন।*

মঙ্গলোদয়

'মঙ্গলোদয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৬৯) প্রকাশিত হয়।† প্রতি মঙ্গলবারে ইহার উদয় হইত। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন:—

> আমরা মঙ্গলোদয় নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র পাইয়াছি। ইহা প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে তাহা যে প্রকারে লিখিত হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে ইহা হইতে দেশের কল্যাণ সম্ভাবনা আছে।—'সোমপ্রকাশ', ১২ মে ১৮৬২।

ইহা "কলিকাতা শাঁখারিটোলা মূর্জাপুর লেন ১০।২ নং ভবনে সুধার্ণব যন্ত্রে শ্রীনীলকমল চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রতি মঙ্গলবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হইত। পত্রিকার শিরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি মুদ্রিত থাকিত:—

> বার্ত্তয়াভিনবয়া প্রমোদয়ন্ দর্শয়ন্ নব নব মহোৎসবং।
> অঞ্জসা প্রকটিতার্থসঞ্চয়ঃ সন্নৃণাং ভবতু মঙ্গলোদয়ঃ॥

'মঙ্গলোদয়' পত্রের ফাইল।—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা পুঁথিশালা):—১ম ভাগ, ১৪শ সংখ্যা (২৯ জুলাই ১৮৬২)।

শুভকরী পত্রিকা

১৭৮১ শকাব্দার ১৯এ চৈত্র বালী গ্রামে শুভকরী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা বা সুমিষ্ট বক্তৃতা করা শুভকরীর উদ্দেশ্য নহে—যতদূর সাধ্য দীনজনের হিতসাধন; ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য নিরুপায় ব্যক্তি ও অনাথা বিধবাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান, ও দরিদ্র বালকদিগের অধ্যয়নার্থ আনুকূল্য বিধান ইত্যাদি শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শুভকরীর মুখ্য অভিপ্রায়।" ইহার দুই বৎসর পরে এই সভাকর্ত্তৃক 'শুভকরী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "সভ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সভার কর্ম্মচারী।—

---

* J. Wenger: *Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publications printed in Bengal.* 1865. P. 58.

† "The Week.-Tuesday 22nd April.—We have received the first issue of a Bengally weekly called Mongolodoy.—*The Hindoo Patriot* for 28th April 1862.

শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত	...	সভাপতি।
„ „ কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল	...	ধনাধ্যক্ষ।
„ „ রামসদয় ভট্টাচার্য্য	...	পত্রিকা সম্পাদক।
„ „ নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।
„ „ হেরম্বলাল গোস্বামী	...	সভা সম্পাদক।"*

'শুভকরী' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত রামসদয় ভট্টাচার্য্য উত্তরপাড়া গবর্মেণ্ট বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

'শুভকরী' পত্রিকা কলিকাতায় মুদ্রিত হইত এবং প্রত্যেক সংখ্যা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১২ মে ১৮৬২ (৩০ বৈশাখ ১২৬৯ সাল)। পত্রিকার কণ্ঠদেশে ছাপা হইত—

জ্ঞানাৎ পরতরো নহি।

'শুভকরী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত মুখবন্ধটি উদ্ধৃত করা গেল :—

মুখবন্ধ। কেহ কোন নূতন বিষয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে স্বভাবতঃই লোকে তাহার প্রয়োজন জিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন। সুতরাং আমরা কোন্ প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে 'শুভকরী' প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম জানিবার নিমিত্ত পাঠকবর্গ অবশ্যই কৌতুহলী হইতে পারেন। আমরা পাঠকবর্গের জিজ্ঞাসায় কদাচ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারি না। সর্ব্বথা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত রাখা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া নিম্নে শুভকরী প্রচারের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে দেশীয় ভাষার যেরূপ আলোচনা হইতেছে তাহাতে বোধ হয় এমন সময় এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য লোকে যথোপযুক্তরূপে মনোযোগী হইলে অচিরকাল মধ্যেই ইহার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের অধিকাংশই দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধনে উদ্যুক্ত হইতেছেন না।

কোন জগদ্বিখ্যাত মহাকবি লিখিয়া গিয়াছেন যে, পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন উহা কেবল আমাদের আত্মোপকারার্থেই প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু গুণবান্ লোক দ্বারা সংসারের উপকার দর্শিবে এই অভিপ্রায়েই বিতরিত হইয়াছে। আমরা যে উদ্দেশে আলোক প্রজ্বালিত করিয়া থাকি পরমেশ্বরও সেই অভিপ্রায়ে আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে জ্ঞানালোক সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রদীপের উপকার হইবে বলিয়া কেহই আলোক সমুজ্জ্বল করে না; ব্যক্তিবিশেষের অন্তঃকরণ বিমল হইবে ভাবিয়াও পরমেশ্বর তাঁহাকে গুণ সম্পন্ন করেন না। যদি আলোক বিকীর্ণ না হয়, যদি তদ্দারা অন্ধকার দূরীভূত না হয়, তবে সেই আলোকে কি ফল? সেইরূপ যদি জ্ঞানালোক বিস্তৃত না হয়, যদি তদ্দারা সংসারের অজ্ঞানান্ধকারের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস না হয়, তবে সেই জ্ঞানালোকেই বা কি ফল? ফলতঃ যদি

---

* "বালী-শুভকরী সভার তৃতীয় বর্ষের বিবরণ পত্রিকা। ২৪এ চৈত্র শকাব্দা ১৭৮৪।"—'শুভকরী,' ৩১ চৈত্র ১২৬৯ দ্রষ্টব্য।

আমাদের গুণগ্রাম কোন কার্য্যেই না আসিল, তবে সেই গুণগ্রাম থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি ?

মহাকবির প্রাগুক্ত কয়েকটী অমৃতময় উপদেশ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকদিগের মনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষণে অনেকেই জ্ঞানসম্পন্ন হইতেছেন, কিন্তু কৃপণের ধনের ন্যায় সেই জ্ঞান দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতেছে না। তাঁহারা নিত্য নূতন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অনুপম অভিনব আনন্দ অনুভব করিতেছেন, কিন্তু দেশীয় ভাষায় তৎসমুদায় অনুবাদ না করিয়া দেশস্থ লোকদিগকে কেন তাদৃশ আনন্দ লাভে বঞ্চিত রাখিতেছেন ? তাঁহাদিগকে কি স্বার্থপর বলা যায় না ? অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি যদি ধন বিতরণ না করেন তবে সকলেই তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকে ; কিন্তু জ্ঞান-বিতরণ-পরাঙ্মুখ জ্ঞানীরাও কি তদ্রূপ নিন্দনীয় নহেন ? তাঁহাদের মনে করা উচিত যে দুঃখী ব্যক্তিকে ধন দান না করিলে ধনী ব্যক্তি যেরূপ পাপানুবিদ্ধ হন, অজ্ঞান ব্যক্তিকে জ্ঞান দান না করিলেও তদপেক্ষা অধিক পাপী হইতে হয়। অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করা বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যদিও কএক জন বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অচিরপ্রসূত দেশীয় ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন ও অশ্রান্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত উহার সুশ্রীকতা সম্পাদন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি ইহার অনেক অঙ্গ অদ্যাপি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, অনেক অঙ্গ নিতান্ত দুর্ব্বল অনুভূত হইতেছে, অনেক অঙ্গ আজি পর্য্যন্ত উদিতই হয় নাই। কেনই হইবে ! বহু জনের আয়াসসাধ্য ব্যাপার কখন কি অল্প সংখ্যক লোকের আয়াসে সাধিত হইতে পারে ? কখনই না। ভাষার ঈদৃশ অসম্পূর্ণাবস্থায় যত গ্রন্থ, যত সাহিত্য ও বিজ্ঞান গর্ভ পত্রিকা এবং যত সংবাদ পত্র প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষার কত শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করিয়াছেন ! তাঁহার রচনা-শক্তির পরিচয় আর অধিক কি দিব ; এক কথা বলিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে অনেকে বাঙ্গালা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্তই হইতেন না। অমূল্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হওয়াতে বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার কতই উপকার হইয়াছে ! 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ধর্ম্মনীতি' তিন খণ্ড, 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থ বিদ্যা' প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ তত্ত্ববোধিনী-কল্প-বৃক্ষের সুধাময় ফল স্বরূপ। 'বাহ্য বস্তু' অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গ ভাষা মাত্র অধ্যয়নকারী ব্যক্তিরা কত কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়াছেন ! ঐ পুস্তক বিরচিত না হইলে তাঁহারা কি ইংরেজী ভাষায় কুম্ব প্রণীত মনোবিজ্ঞান কদাপি অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইতেন ? কলিকাতার অতি দূরবর্ত্তী কৃষক বালকেরাও এক্ষণে 'চারুপাঠ' অধ্যয়ন করিয়া আগ্নেয়গিরি, জলপ্রপাত, হিমশিলা, উষ্ণপ্রস্রবণ, মেঘ ও বৃষ্টি, জোয়ার ভাটা প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের স্বরূপ ও কারণ অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে। ইংরেজী শিখিয়া এই সকল বিষয় অবগত হওয়া বোধ করি তাহাদের ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। 'সোমপ্রকাশ' 'পরিদর্শক' 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি কয়েক খানি উৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র প্রকাশ হওয়াতেও দেশীয় লোকে বিস্তর উপকার লাভ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়িত ও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে সুমধুর ও হিতকর গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। 'সোমপ্রকাশ' 'পরিদর্শক' ও 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি সম্বাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরাও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সুন্দররূপে চালাইতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহার পরিশ্রম, বুদ্ধি কৌশল ও রচনা-শক্তির উৎকর্ষ দ্বারা তত্ত্ববোধিনীর নাম সার্থক হইয়াছিল, যিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তত্ত্ববোধিনীকে মহোপকারিণী করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই অক্ষয় কুমার বাবু এক্ষণে দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ণ প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনীতে প্রায় প্রকাশিত হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক এক খানি বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ণ পত্র প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। লোকে উহার দ্বারা বিস্তর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজেন্দ্র বাবুও তাহা হইতে বিরত হইলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে হুগ্‌লি নর্ম্মাল স্কুলের সুযোগ্য সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয় পরিপূর্ণ এক খানি পত্রিকা প্রচার করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম ; কিন্তু জানি না কি কারণে তাহা অদ্যাপি প্রচারিত হইল না।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন মঙ্গলময়ী বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ণ পত্রিকা সম্প্রতি আর প্রকাশিত হইতেছে না ; এবং অচির কাল মধ্যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে প্রচারিত হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। আমরা এই অসদ্ভাব নিরাকরণ প্রত্যাশায় এই সুমহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের আশা যেরূপ প্রবল, আমরা তদনুরূপ বিজ্ঞ বা রচনা পটু নহি। আমাদিগের রচনা চিত্তচমৎকারিণী বা মাধুর্য্যশালিনী হইবে কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। তবে আমাদিগের এই মাত্র ভরসা আছে যে কোন বিষয়ের নিতান্ত অসদ্ভাব ঘটিলে যেমন ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া কোন সামান্য বস্তু দ্বারাও লোকে ঐ অসদ্ভাব পরিপূরণ করিয়া থাকেন আমাদিগের পত্রিকাও সেই ভাবে জন-সমাজে গৃহীত হইলেও হইতে পারে। আর আমাদিগের রচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইতেছে বিবেচনা করিয়া যদি কোন প্রকৃত বিজ্ঞ ব্যক্তি এই রূপ এক খানি পত্রিকা রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও আমরা পূর্ণমনোরথ হইব।

'শুভকরী' পত্রিকা প্রধানতঃ যে-উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়, তাহা দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে জানা যাইবে :—

...কিছুদিন গত হইল সভ্য মহাশয়েরা সভার আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এই এক উপায় উদ্ভাবিত করেন। "শুভকরী নাম্নী এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হউক এবং উহার মূল্য স্বরূপ যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইবে, সভার উদ্দেশ্য সাধনেই তাহা ব্যয়িত হউক"।...

পত্রিকা প্রচার করণের পূর্ব্বে আমরা এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আমাদিগের পত্রিকা খানি সংবাদপত্র হইবে না ; উহা কেবল ইতিহাস, বিজ্ঞান, ও সাহিত্য পূর্ণ থাকিবে। তদনুসারে বৈশাখ মাসের পত্রিকায় কোন প্রকার সংবাদ লিখিত হয় নাই। কিন্তু অতঃপর

আর আমরা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে সমর্থ হইতেছি না।…আগামী মাস হইতে প্রধান২ কতকগুলি সংবাদ আমাদের পত্রিকার এক পৃষ্ঠ অধিকার করিয়া লইবে।

কিন্তু 'শুভকরী' পত্রিকা প্রচারের দ্বারা শেষ-পর্য্যন্ত সভার অর্থানুকূল্য হয় নাই। তিন বৎসর চলিবার পর 'শুভকরী' বন্ধ হইয়া যায়। এই সংবাদে সহযোগী 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ১৮৬৫ সনের ১০ই আগষ্ট তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

বালীর শুভকরী পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে, বড় দুঃখের বিষয়।

'শুভকরী' পত্রিকার ফাইল।—

রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ।

চিত্তরঞ্জিকা

'চিত্তরঞ্জিকা' ঢাকার আর একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১লা জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯ সালে (১৪ মে ১৮৬২)। 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রকাশক ছিলেন ঢাকা কলেজের তৎকালীন ছাত্র সারদাকান্ত সেন। 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ—

এই পত্রিকা ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি মাসের ১ তারিখে প্রকাশিত হইবে, গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ আমাদের নিকট পত্র লিখিতে ঢাকা কালেজে বা বাঙ্গালা বাজারের ঠিকানায়, লিখিলেই হইবে।

ঢাকা কালেজ—শ্রীসারদাকান্ত সেন
প্রকাশক।

অনেকে বলেন, কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন।

'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; ইহা পাঠে 'চিত্তরঞ্জিকা'-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

বিজ্ঞাপন। সম্প্রতি মাসিক প্রভাকর ব্যতীত সদ্ভাব ও রসপূর্ণ পদ্যময়ী পত্রিকা আর দেখা যায় না। বোধ হয় তন্নিবন্ধন কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ কবিতা-কুসুমের সৌরভ সম্ভোগে বঞ্চিৎ হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বদাই ক্ষোভগ্রস্ত থাকেন। আমরা সাধ্যানুরূপ সেই ক্ষোভ অপনয়নার্থ এই পত্রিকা খণ্ড প্রকাশ করিলাম।

নূতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল কবিতাই যে আমাদের স্বকপোল কল্পিত হইবে, এমত নহে। বিবিধ ভাষা হইতে সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্ম্মও প্রকাশিত হইবে। পরন্তু সাধারণের স্পৃহা এক প্রকার নহে। ক্রমাবচ্ছিন্ন কবিতা পাঠে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় গদ্য রচনায় এবং অনুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না। অপিচ নানা গ্রন্থ হইতে গদ্য পদ্য রচনার নিয়মাবলী সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।…

…সম্প্রতি এই পত্রিকার আয়তন কবিতাকুসুমাবলীর ন্যায় ৮ পেজি দুই ফরমা করা গেল, তথাপি ইহার মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন নির্দ্ধারিত হইল। স্থানীয় গ্রাহকগণের প্রতি এক টাকা চারি আনা ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মাত্র।

'চিত্তরঞ্জিকা'র কোন সংখ্যা আমার হস্তগত হয় নাই। পরলোকগত গিরিজাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের নিকট 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম দুই সংখ্যা ছিল। এই দুই সংখ্যা অবলম্বন করিয়া তিনি 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রে (ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৮, পৃ. ৭৫-৮০) একটি প্রবন্ধ লেখেন। কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থে ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩৯২-৯৪) 'চিত্তরঞ্জিকা'র যে বিবরণ আছে, তাহাও গিরিজা বাবু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

অমাবস্যা

এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬২ সনের জুন (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ৭ জুলাই ১৮৬২ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

বিবিধ সংবাদ।…২২এ আষাঢ় শনিবার।…আমরা অমাবস্যা নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মূল্য দুই পয়সা মাত্র। অমাবস্যা জগৎকে যেমন আলোকময় করে, ইহা কি সেইরূপ করিবে।

বঙ্গোজ্জ্বল

'বঙ্গোজ্জ্বল' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৬২ সনের জুন (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ৩০ জুন ১৮৬২ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

বিবিধ সংবাদ।—১১ই আষাঢ় ১২৬৯, মঙ্গলবার। আমরা বঙ্গোজ্জ্বল নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র পাইতেছি। এক্ষণে ইহার দোষ গুণ বলিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আপাততঃ আমরা এই মাত্র কহিতে পারি ইহাতে যে রাশি রাশি পদ্য প্রচারিত হইয়া থাকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া সম্পাদক যদি সামাজিক ও রাজ্যসংক্রান্তবিষয়ক প্রস্তাব লিখনে মনোনিবেশ করেন সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন।

ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা

১৮৬২ সনের জুন মাসে 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। ৩০ জুন ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা। ইহা ঢাকায় প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' এক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৬৩ সনের ২রা জুলাই 'ঢাকা-প্রকাশ' লিখিয়াছিলেন যে "গত দুই সপ্তাহ হইতে" 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র প্রচার বন্ধ হইয়াছে।

অবকাশরঞ্জিকা

১৮৬২ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে ঢাকা হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে 'অবকাশ-রঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ—

> অবকাশরঞ্জিকা। এ খানি মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক। ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। মূল্য ।০ আনা।
>
> উক্ত পত্রিকার ভূমিকার একস্থলে লিখিত হইয়াছে "নানা রসাত্মক পদ্যময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতা মালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশ রঞ্জিকার এক মাত্র উদ্দেশ্য।"
>
> অবকাশ রঞ্জিকার প্রথম সংখ্যা দর্শন করিয়াই আমাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল, সম্পাদক যদি শিথিলপ্রযত্ন ও উপেক্ষমাণ না হন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। অবকাশ রঞ্জিকা কেবল নামতঃ নয় অর্থত ও লোকের অবকাশরঞ্জিকা হইবে সন্দেহ নাই।…

অমৃতপ্রবাহিণী

'অমৃতপ্রবাহিণী' যশোহর হইতে প্রকাশিত একখানি পাক্ষিক পত্রিকা। ১৮৬৩ সনের জানুয়ারি মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

> অমৃতপ্রবাহিণী। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। ইহাতে বিজ্ঞানাদি ঘটিত বিবিধ বিষয় লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া দেখিতেছি, এখন এসকল বিষয়ে ভাল লোকে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। অমৃত প্রবাহিণী যশোহরে হইতেছে। ইহাও এদেশের একটী শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। এত দিন মফস্বলে ঈদৃশ বিষয় সকলের অনুষ্ঠান সম্ভাবনা ছিল না।

'অমৃতপ্রবাহিণী'র সম্পাদক ছিলেন—বসন্তকুমার ঘোষ, স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ 'অমৃতপ্রবাহিণী'র জন্মকথা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

> শিশিরকুমার……কলিকাতায়…গিয়া কয়েক দিনের চেষ্টায় একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রেস সরঞ্জামসহ অতি সস্তায় হস্তগত করিলেন।…তাহার পর ছাপাখানার সরঞ্জামসহ শিশিরকুমার

নৌকাযোগে বাটীতে আসিলেন।…গ্রাম্য সূত্রধরের সাহায্যে কাঠের প্রেসটী মেরামত করিয়া খাটান হইল।…প্রথমেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি বিষয়ক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ইহার নাম দিলেন 'অমৃত-প্রবাহিণী পত্রিকা', আর সম্পাদকীয় ভার লইলেন বসন্তকুমার নিজে। ইচ্ছা থাকিল ক্রমে রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিবেন।

কিছুকাল 'অমৃত-প্রবাহিণী' নিয়মমত বাহির হইবার পর বসন্তকুমার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া সকলে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় কাগজ বন্ধ রাখিতে হইল।…১২৭৩ সালের ১২ই চৈত্র বসন্তকুমার পরলোকগত হইলেন।… … বসন্তকুমারের মৃত্যুর এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৭৪ সালের ফাল্গুন [১৮৬৮ ফেব্রুয়ারি] মাসে ডিমাই ৮ পৃষ্ঠা একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অমৃতবাজারের অমৃতপ্রবাহিণী যন্ত্র হইতে প্রথম প্রকাশিত হইল। —"অমৃত বাজার পত্রিকার জন্মকথা," 'পঞ্চপুষ্প,' আশ্বিন ১৩৩৭, পৃ. ৮৫৯-৬১।

সংবাদ ভারতবন্ধু

১৮৬৩ সনের জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১২৬৯) মুর্শিদাবাদ হইতে 'সংবাদ ভারতবন্ধু' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহা সাপ্তাহিক পত্র ছিল বলিয়াই মনে হয়। ১৮৬৩ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশ'-পাঠে ইহার প্রচারের কথা জানা যায়। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

বিবিধ সংবাদ।…১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার।…আমরা ভারত বন্ধু নামক এক খানি নূতন সংবাদ পত্রের কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বিশ্বমনোরঞ্জন যন্ত্রে মুরসিদাবাদে [আজিমগঞ্জে] মুদ্রিত হইতেছে। পত্র খানি চিরজীবী হইয়া ভারতের বন্ধুতা করেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

'সংবাদ ভারতবন্ধু' সম্বন্ধে বালীর 'শুভকরী পত্রিকা' যে মন্তব্য করেন, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

…'সংবাদ ভারত বন্ধু' নামক এক খানি নূতন পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পত্রিকা বহরমপুরে প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকা খানির লেখা উত্তম বটে কিন্তু উহা আদালত সংক্রান্ত কথাতেই পরিপূর্ণ। যদি অতঃপর সম্পাদক মহাশয় অন্যান্য প্রস্তাব না লেখেন তবে আমরা উহাকে 'বহরমপুর গেজেট' বলিয়া ডাকিব। (৩০ মাঘ ১২৬৯, ১ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা

১৮৬৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে দ্বারকানাথ দাস দাসের সম্পাদকত্বে 'আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

> আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা। ইহা পাঠ করিয়া আমরা দুটী কারণে আহ্লাদিত হইলাম। এক, এরূপ পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় এই নূতন প্রচারিত হইতেছে, এতদ্দ্বারা মহোপকার লাভ সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়, ইহা অতি সহজ ভাষায় ও সহজ রীতিতে লিখিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ দাস ইহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কলিকাতা মৃজাপুর হলওয়েলস লেন ১ নম্বর বাটীতে প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৬৩, ২২এ জুন তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে 'আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা' প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা হাবড়ার সিবিল সারজন শ্রীযুক্ত ডাং রবার্ট বার্ড মহোদয়ের সাহায্যে প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মনুষ্যদেহের কি ভাব, দেহ মধ্যে কিরূপে রোগ প্রবেশ করে, সেই রোগ হইতেই বা কি প্রকারে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার উপায় এবং নানাবিধ বিধান প্রভৃতির বিবরণ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ইহার মাসিক মূল্য ৷৷০ অগ্রিম বার্ষিক ৫, এবং মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।...
>
> হাবড়া জেনারল হাসপাতাল — শ্রীদ্বারকানাথ দাস দাস
সাং বংশবাটী

রহস্য-সন্দর্ভ

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র অভাব পূরণার্থ 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র ১৮৬৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ("১ পর্ব্ব ১ খণ্ড মাঘ; সংবৎ ১৯১৯") প্রথম প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ মজুমদার ইহার প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে "১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ" বলিয়াছেন। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি ও ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রচারিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> ...অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নামদ্বারাই অনুভূত হইবে। অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কলিত হইয়াছে; ফলে উক্ত পত্রের গুণিগণাগ্রগণ্য সম্পাদক মহোদয় কোন অনুরোধে তাহার

রহিত করাতে তাহার স্থানীভূত করিতেই এই পত্রের বিকাশ হইল—তাহার রহিত না হইলে ইহার অনুষ্ঠান হইত না। এই রূপ পত্র সম্প্রতি আর প্রচলিত নাই; অথচ এতাদৃশ কেবল-মাত্র-বিদ্যানুরাগী সাময়িক পত্র যে জনসমাজের হিতকর ও আদরাস্পদ বটে তাহা বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের সিদ্ধসঙ্কল্পতায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্পকালে সখ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাস্পদ হইয়াছিল; এই মাসিক পত্র তদনুকরণদ্বারা তাহার পুরস্কার প্রার্থনা করে। মধ্যে মধ্যে সৃষ্টির সমালোচনে সহৃদয়মাত্রের অনুমোদন আছে—সকলেই তাহার আখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব তাঁহাদিগের নিকট এই সন্দর্ভ সমাদৃত হইতে পারে। অপর মনুষ্য মাত্রেরই—বিশেষতঃ পারস্য আরব তুরুষ্ক হিন্দুপ্রভৃতি জাতীয়দিগের—আখ্যায়িকা শ্রবণে বিশেষ অনুরাগ আছে; সেই আখ্যায়িকাচ্ছলে ভূত প্রেত নাগর নাগরিকার অলীক বাক্যে কাল হরণ না করিয়া সৃষ্টির সমালোচনে সৃষ্টিহইতে স্রষ্টার প্রতি মন আকর্ষিত হইয়া পরমার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অনুমোদন-তৎপর বলিয়াও এই পত্রের সার্থকতা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু চিত্রপট যে মনের সংস্কারক তাহা নব্য তত্ত্বানুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন; অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্রদ্বারা চিত্তানুরঞ্জন করাও ইহার উদ্দেশ্য; তদর্থে এই পত্রের প্ররোচক বঙ্গানুবাদক সমাজের আদেশে বহু শত ছবি বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে বোধ হয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পত্রিকাখানি সম্পাদন করেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি পঞ্চম পর্ব্বের 'রহস্য-সন্দর্ভ' নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই কারণে ৬ষ্ঠ পর্ব্বের প্রথম সংখ্যার (৬১ খণ্ড) গোড়াতেই পাঠকবর্গের প্রতি সম্পাদকের এই নিবেদনটি আছে:—

ভূমিকা।—...রহস্য-সন্দর্ভের শেষ দ্বাদশ খণ্ড এক-বৎসরকাল-মধ্যে প্রকাশিত না হইয়া তদধিক দীর্ঘকালে পাঠকমহোদয়ের হস্তে উপনীত হইয়াছে, এবং তাহার প্রকটন সময়েরও বিশেষ অনিয়ম ঘটিয়াছে। এই ত্রুটি আমরা পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছি; কিন্তু ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকায় আমরা এপর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারি নাই।...পরন্তু এরূপ ঘটনা সাময়িক পত্রের বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী; ইহাতে অত্যুৎকৃষ্ট পত্রেরও বিশেষ হানি ঘটিয়া থাকে, এবং তাহার নিবারণার্থ আমরা সম্প্রতি এক জন সুপণ্ডিত প্রবীণ পারদর্শী আত্মীয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বহুকাল সাময়িক পত্রে অনেকের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, এবং রহস্য-সন্দর্ভের অভিধেয়ও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। তাঁহার সুপ্রশস্তলেখনী-নিঃসৃত সন্দর্ভ-কলাপে সহৃদয় মহোদয়দিগের আনন্দ সম্বর্দ্ধিত হইবেক ইহা আমরা নিশ্চয় জ্ঞাত আছি, এবং প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে রহস্যানুরাগিদিগের পরিচিত করিতেছি। এতৎখণ্ডের অধিকাংশই তাঁহাদ্বারা রচিত, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই সন্দর্ভ নিয়মিত সময়ে পাঠকদিগের মানস পরিতৃপ্ত করে তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত থাকিবেন। এতৎ প্রস্তাবলেখক